

A N N E F R A N K

A HISTORY FOR TODAY

Anne Frank

"Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a thirteen-year-old schoolgirl."

On her thirteenth birthday Anne Frank is given a diary. Just a few weeks later her life is turned upside down when she has to go into hiding. For over two years she will keep a record of her thoughts, feelings and experiences in her diary. She has no way of knowing that in the future this diary will be read by millions of people all over the world.

আনা ফ্রাংক

আজকের জন্য আনা ফ্রাংকের ইতিহাস

আনা ফ্রাংক

"আমার মতো একজনের পক্ষে ডায়েরি লেখা আসলেই অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। আগে কখনো লিখিনি বলে শুধু নয়, আমার মনে হয়, তের বছরের এক স্কুলবালিকার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যতে আমার বা আর কারোরই কোন আগ্রহ জাগবে না।"

আনা ফ্রাংক তার ত্রয়োদশ জন্মদিনে একটি ডায়েরি উপহার পায়। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই যখন সে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়, তার জীবনটা একেবারে ওলটপালট হয়ে যায়। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সে তার চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাপলকে ডায়েরিতে টুকে রাখে। তখন তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, ভবিষ্যতে সারা দুনিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ তার এই ডায়েরি পাঠ করবে।





1 Anne's parents' wedding, 12 May 1925.

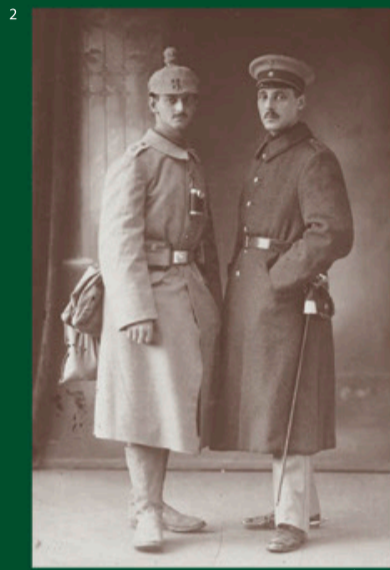
আনার পিতামাতার বিয়ে, ১২ মে ১৯২৫

“I was born on 12 June 1929.”

Anne Frank

“My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was thirty-six and she was twenty-five. My sister Margot was born in Frankfurt am Main in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929.”

Anne Frank is the second daughter of Otto Frank and Edith Frank-Holländer. The Frank and Holländer families have lived in Germany for generations. The Frank family are liberal Jews. They feel a bond with the Jewish faith, but they are not strictly observant. In 1930 around 1% of the German population, more than half a million people, are Jewish.



2 Anne's father (left) and her uncle Robert as German officers during the First World War (1914 - 1918).

১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে আনার পিতা (বামে) এবং চাচা

“আমার জন্ম ১২ জুন ১৯২৯ এ”

আনা ফ্রাংক

“আমার বাবা আমার দেখা সবচেয়ে চমৎকার পিতা। তিনি মাকে যখন বিয়ে করেন তখন তার নিজের বয়স ছত্রিশ এবং মায়ের বয়স পঁচিশ। আমার বোন মারগট এর জন্ম ১৯২৬ সালে জার্মানির ফ্রাংকফুট শহরে। আমার জন্ম ১২ জুন ১৯২৯ এ।”

আনা ফ্রাংক অটো ফ্রাংক ও এডিথ ফ্রাংক - হল্যান্ডার দম্পতির দ্বিতীয় কন্যা। ফ্রাংক ও হল্যান্ডার পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে জার্মানিতে বসবাস করেছে। ফ্রাংকরা উদারনৈতিক ইহুদী পরিবার। ইহুদী ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা খুব একটা আচারনিষ্ঠ ছিলেন না। ১৯৩০ সনে জার্মানিতে ৫ লক্ষেরও বেশি ইহুদী ধর্মাবলম্বী বসবাস করতেন। ইহুদীরা সেই সময়ে জার্মানির জনখ্যার প্রায় ১ শতাংশ ছিল।



3 Anne's grandmother Frank as a nurse in a military hospital during the First World War.

১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় এক সামরিক হাসপাতালের নার্স হিসেবে আনার দাদী

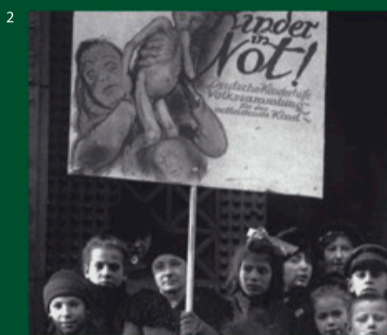


1 A demonstration against the Treaty of Versailles at the Reichstag in Berlin in 1932.

বাগিনের রাইখস্টাগ পাদামেন্ট ভবনের সামনে ফারসার্যা চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ১৯৩২

Crisis in Germany

The First World War ends in 1918 with Germany's defeat. The Treaty of Versailles drawn up at the end of the war imposes harsh reparations on Germany. Millions of people lose their jobs and are thrown into desperate poverty. Inflation is out of control: by 1923 the currency is practically worthless. Many Germans feel bitterly resentful. In 1929 the world is plunged into economic crisis, and Germany is especially hard hit. The NSDAP (National Socialist German Workers Party), a small extremist nationalist political party led by Adolf Hitler, blames the Jews for all of Germany's and the world's problems. Hitler also claims to have the solution to the problems of unemployment and poverty.

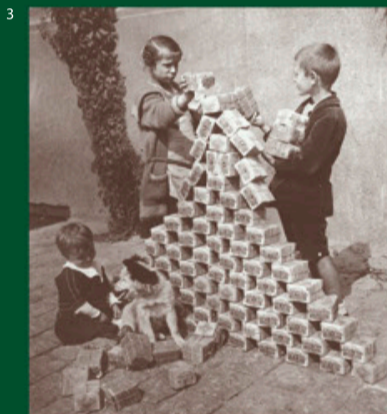


2 Collecting money for poverty-stricken children in Berlin, 1920.

বাগিনে দারিদ্রের শিকার শিশুদের জন্য অর্থ সংগ্রহ, ১৯২০

জার্মানিতে সংকট

১৯১৮ সালে জার্মানির পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধ শেষে ভার্সেলিস চুক্তির মাধ্যমে জার্মানির উপর ক্ষতিপূরণের কঠোর দায় চাপে। লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়ে ভয়াবহ দারিদ্রের শিকার হয়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়: ১৯২৩ সাল নাগাদ জার্মানির মুদ্রা কার্যত মূল্যহীন হয়ে যায়। বহু জার্মানের মধ্যে মারাত্মক ক্ষোভ তৈরী হয়। ১৯২৯ সালে সারা দুনিয়া জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় যার ফলে জার্মানি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিটলারের নেতৃত্বাধীন এনএসডিএপি(ন্যাশনাল স্যোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি) নামের একটি ক্ষুদ্র চরমপন্থী জাতিয়তাবাদি দল জার্মানি সহ গোটা দুনিয়ার সমস্যার পেছনে ইহুদিদের দায়ী করে। তার কাছে দারিদ্র ও বেকারত্বের সমস্যার সমাধান আছে বলেও হিটলার দাবী করেন।



3 Children playing with a pile of worthless banknotes, 1923.

এক গাদা মূল্যহীন ব্যাংকনোট নিয়ে শিশুদের খেলা, ১৯২৩

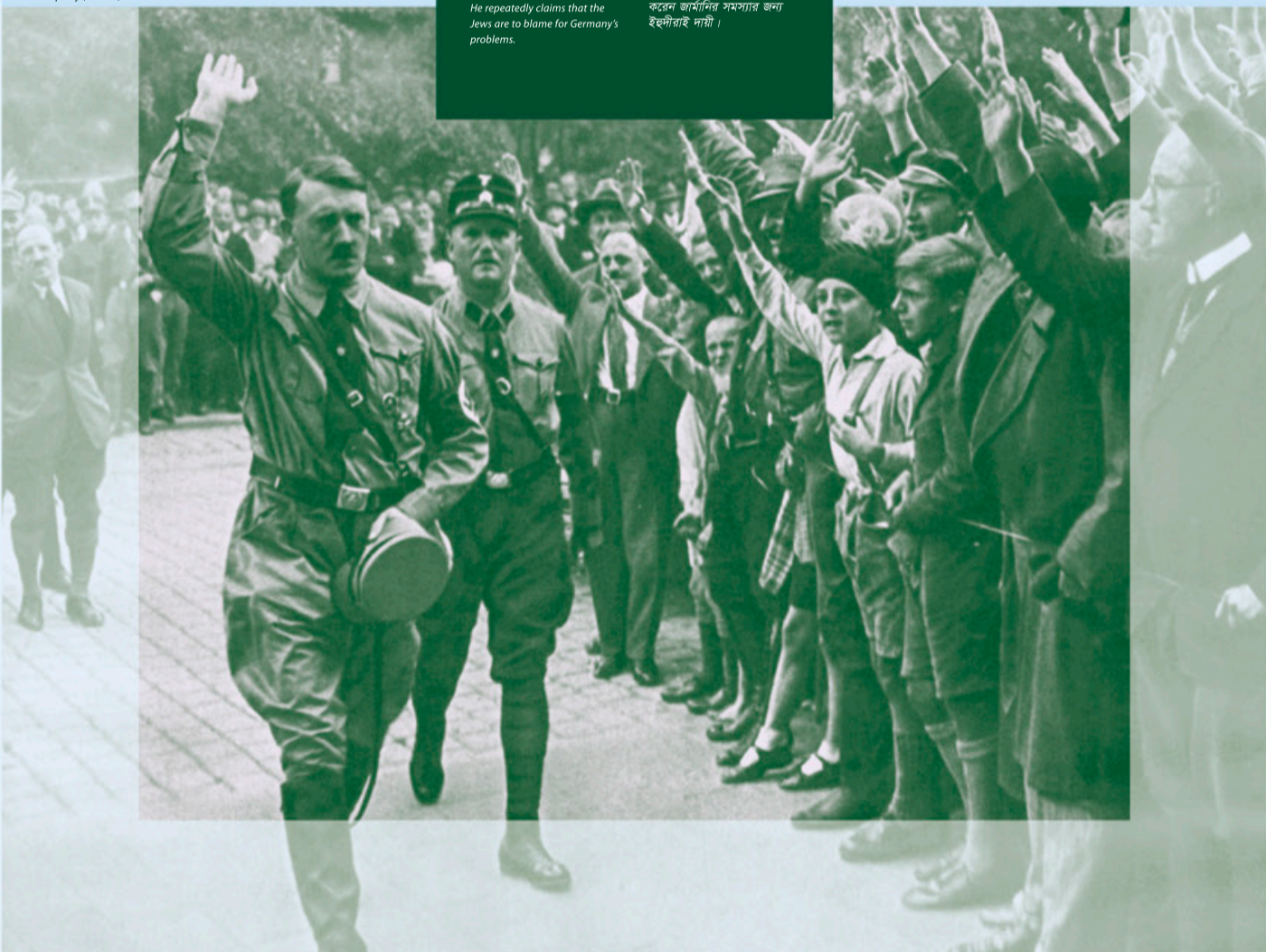


4 Hitler on the day of the annual party rally in Nuremberg, 1927. He repeatedly claims that the Jews are to blame for Germany's problems.

বার্ষিক দলীয় সমাবেশে হিটলার, ১৯২৭। তিনি বার বার দাবী করেন জার্মানির সমস্যার জন্য ইহুদিরাই পায়ী।

হিটলারের সমর্থন বাড়তে থাকে। ১৯৩০ সালে ১৮.৩% জার্মান নাগরিক পার্টি (এনএসডিএপি) কে ভোট দেয়।

5 Hitler attracts a growing following. In 1930, 18.3% of Germans vote for the Nazi party (NSDAP).





Anne, Margot and their father, 1931.

আনা, মার্গট ও তাদের পিতা, ১৯৩০

“I lived in Frankfurt until I was four.

Otto Frank

“As early as 1932, groups of Stormtrooper (Brownshirts) came marching by singing: ‘When Jewish blood splatters off the knife... I immediately discussed it with my wife: ‘How can we leave here?’ “

Otto and Edith are deeply worried about the future. The Nazis are growing in strength and brutality. What is more, the economic crisis means that things are going from bad to worse at the bank where Otto works. Otto and Edith want to get away, and wonder if there is another country where they could start a new life. Margot and Anne know nothing of their parents' worries.



In October 1933, Anne and Margot stayed with their grandmother Holländer in Aachen (Germany), near the Dutch border.

১৯৩৩ সালের অক্টোবরে আনা ও মার্গট ডাচ সীমান্তের অখেন (জার্মানি) এ তাদের নানী ক্যাতারের কাছে যান।



Anne, July 1933.

আনা, জুলাই ১৯৩৩



Margot Frank in 1929. She was three years old when her sister Anne was born.

১৯২৯ সালে মার্গট ছাঁকে। দোন আনার জন্মের সময় তার বয়স ছিল তিন বছর।

“বয়স চার বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ফ্রাংকফুর্টে থেকেছি”

অটো ফ্রাংক

“বেশ আগে, ১৯৩২ সালের দিকেই স্টর্মট্রোপার (ব্রাউনশার্ট) নামের বিশেষ বাহিনী গান গাইতে গাইতে মার্চ করতো: ‘যখন ইহুদী রক্ত গড়িয়ে পড়বে ছুরি থেকে...’ আমি তখনই স্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছি: ‘আমরা কিভাবে এই স্থান ত্যাগ করতে পারি...’”

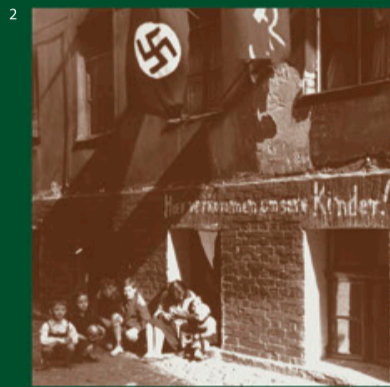
অটো এবং এডিথ ভবিষ্যত নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। নাৎসিদের ক্ষমতা ও নিষ্ঠুরতা বেড়েই চলেছে। শুধু তাই না, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অটো সেই ব্যাংকে কাজ করতেন, সেখানকার অবস্থাও আরো খারাপ হচ্ছে। অটো এবং এডিথ চলে যেতে চাইছিলেন, ভাবছিলেন অন্যকোন দেশ কি আছে যেখান থেকে নতুন জীবন শুরু করা যেতে পারে। মার্গট ও আনা অবশ্য পিতামাতার এই দুশ্চিন্ত সম্পর্কে কিছুই জানত না।



1 'Hitler: Our Last Hope'
NSDAP election poster, 1932.

Hitler wins the elections

By 1932, almost 6 million Germans are unemployed. More and more Germans are attracted to radical anti-democratic parties. Both Communists and National Socialists claim to have the one and only solution to all of society's problems. Political differences are often fought out on the streets. The NSDAP exploit this violence to their own advantage, and at the November 1932 elections they become the largest party in parliament, with 33.1% of the vote.



2 A poor neighbourhood in Berlin in 1932. Communists and National Socialists live in the same street. On the wall is written: "Our children are wasting away here".

১৯৩২ সালে বার্লিনের এক দরিদ্র অধ্যুষিত এলাকা। কমিউনিস্ট ও জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা একই এলাকায় বসবাস করে। দেয়ালে লেখা: "এখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা নিঃ হয়ে যাচ্ছে"।

নির্বাচনে হিটলারের জয়

১৯৩২ সাল নাগাদ জার্মান বেকারের সংখ্যা দাড়ায় ষাট লাখ। জার্মানরা আরো বেশি করে গণতন্ত্র বিরোধী র্যাডিকাল দলগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। কমিউনিস্ট ও জাতীয় সমাজতন্ত্রী- উভয়েই দাবী করে যে সমাজের সমস্যা সমস্যার একমাত্র সমাধান তাদের কাছে আছে। রাজনৈতিক মতভিন্নতা অনেক সময় রাজপথের লড়াই পর্যন্ত গড়ায়। এনএসডিএপি এই সন্ত্রাসকে নিজেদের সুবিধায় কাজে লাগায় এবং নভেম্বর ১৯৩২ এর নির্বাচনে ৩৩.১% ভোট নিয়ে সংসদের বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।



3 Hitler is shown ringed by avid admirers in this photo from 1932.

১৯৩২ সালের এই ছবিতে উৎসুক সমর্থকেরা হিটলারকে ঘিরে আছে



4 The Nazis still have many opponents in 1932. This is an anti-NSDAP demonstration.

১৯৩২ সালে তখনও ন্যাৎসিদের অনেক বিরোধী শক্তি ছিল। এটা এনএসডিএপি বিরোধী একটা বিক্ষোভ।

হ্যানোভারের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অফিসের বাইরে বেকার মানুষদের লাইন। বেড়ার গায়ে লেখা রয়েছে: 'হিটলারকে ভোট দিন'।

5 Unemployed people lining up outside the employment office in Hannover. The words on the fence read: 'Vote for Hitler'.





1 While Otto makes preparations for the emigration, Anne and Margot stay with their mother at their grandmother Holländer's house in Aachen (Germany).

অট্টো ফ্রাংক অভিবাসনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আনা ও মার্গট তখন মায়ের সাথে আখেন (জার্মানি) এ তাদের নানী হল্যান্ডারের বাড়িতে থাকছিল।

“...the world around me collapsed...”

Otto Frank

“...the world around me collapsed... I had to face the consequences and though this did hurt me deeply I realized that Germany was not the world and I left forever.”

On 30 January 1933 Hitler becomes Chancellor of Germany. The new rulers soon make their true intentions clear. The first anti-Jewish laws are introduced, and the persecution of the Jews in Germany begins in earnest.

For Otto Frank, the time has come to leave Germany. He tries to find work in the Netherlands, where he has business contacts. He succeeds in his search, and the Frank family emigrates to Amsterdam.



2 Adolf Hitler becomes Chancellor on 30 January 1933.

১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি হিটলার চ্যান্সেলর হন।



3 Nazi violence against the Jews is widely reported in the international media, but the Nazis claim this is nothing but Jewish propaganda. On 1 April 1933 they begin a boycott of Jewish lawyers, doctors, shops and department stores.

ইহুদীদের বিরুদ্ধে নাৎসিদের সম্রাটের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পাঠ কিন্তু নাৎসিরা দাবী করে এগুলো জেফ ইহুদিদের হোপাগান্ডা। ১৯৩৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে তারা ইহুদি আইনজীবী, চিকিৎসক, দোকান ও ডিপার্টমেন্টস্টোরগুলো বয়কট করা শুরু করে।



4 Anne, Edith and Margot Frank, 10 March 1933. Tietz department store in Frankfurt (Germany) had a Photoweigh photo booth where you could weigh yourself and have your passport photo taken.

আনা, এডিথ ও মার্গট ফ্রাংক, ১০ মার্চ ১৯৩৩। ফ্রাংকফোর্টের (জার্মানি) তিয়েজ (Tietz) ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ফটো ওয়ে (Photoweigh) নামের ছবি তোলার বুথ ছিল যেখানে মানুষ নিজের ওজন নিতে পারত এবং পাসপোর্ট ছবি তুলতে পারতো।

“..আমার চারপাশের জগৎটা ধসে গেছে।”

অট্টো ফ্রাংক

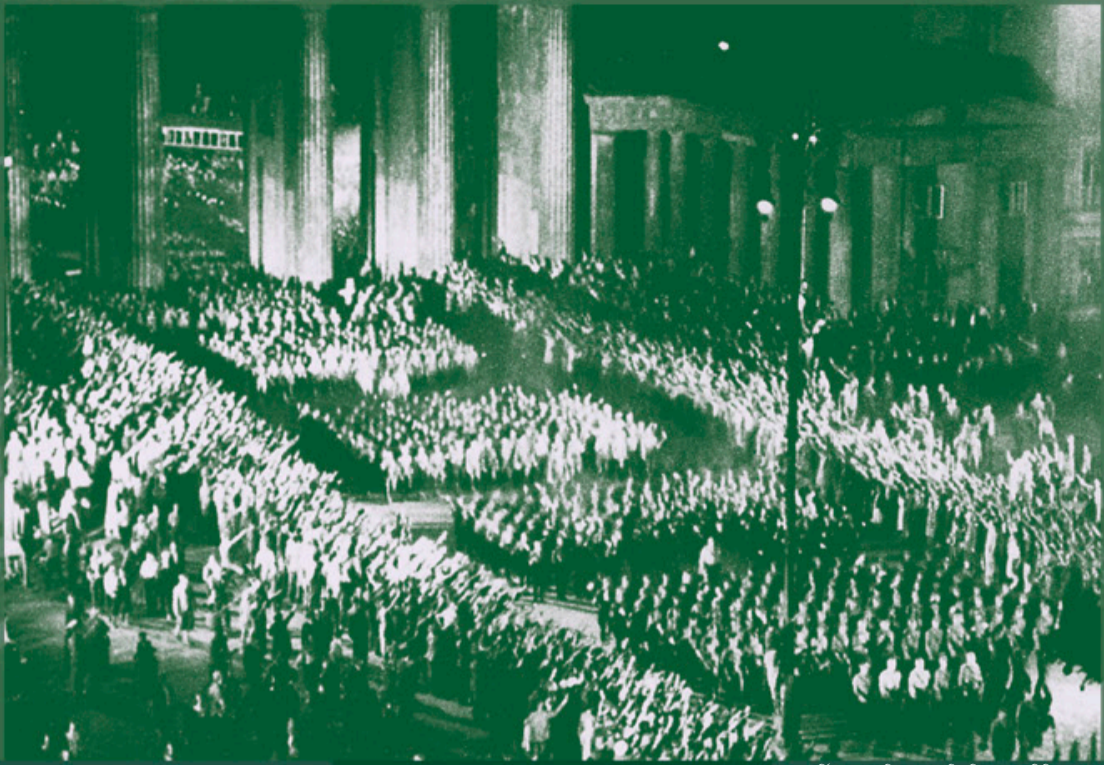
“..আমার চারপাশের জগৎটা ধসে গেছে... আমাকে এর পরিণাম ভোগ করতেই হবে।

আমার জন্য আঘাতটা গুরুতর হলেও আমি উপলব্ধি করলাম দুনিয়াটা কেবল জার্মানি নয়

এবং আমি চিরতরে জার্মানি ত্যাগ করলাম।”

১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হন। নতুন শাসকদের আসল উদ্দেশ্য দ্রুতই পরিষ্কার হতে থাকে। প্রথম ইহুদি বিরোধী আইন প্রণয়ন এবং জার্মানিতে ইহুদী নিপীড়নের কাজ শুরু হয় বেশ ব্যাধি ভাবে।

অট্টো ফ্রাংকের জন্য জার্মানি ছাড়ার সময় হয়ে আসে। তিনি নেদারল্যান্ডে কাজের সন্ধান করেন যেখানে তার বিভিন্ন ব্যবসায়িক যোগাযোগ রয়েছে। তিনি অনুসন্ধান করে সফল হন এবং ফ্রাংক পরিবার আমস্টার্ডামে অভিবাসী হয়।



1 An NSDAP torchlight march through Berlin, 1933.

বার্লিনের মধ্যে দিয়ে এনএসডিএপি'র মশাল মিছিল, ১৯৩৩

Dictatorship

The NSDAP does not only terrorise the Jews, but also its political opponents. Communists and Social Democrats in particular are persecuted and confined to concentration camps. Certain types of art, literature and music are banned, and books are burned in the streets. Many writers, artists and scientists flee abroad. Democracy is abolished. Jewish civil servants and teachers are dismissed.



2 On 23 March 1933, Parliament votes to allow Hitler to rule without democratic consent. Only the Social Democrats, those who have not already been arrested or fled, vote against. The Communist Party has already been banned.

২৩ মার্চ ১৯৩৩ এ পার্লামেন্টে ভোটাভূতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সর্ফত জাড়াই হিটলারের শাসন অনুমোদন পায়। কে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট তখনও হেফাজত হননি কিংবা পালিয়ে যান নি, শুধু তারা এই এর বিপক্ষে ভোট দেন। কমিউনিস্ট পার্টি তো তার আগেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

একনায়কতন্ত্র

এনএসডিএপি শুধু ইহুদি নয়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপরও সন্ত্রাসী আক্রমণ চালাতো। বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটদের কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিপীড়ন করা ও বন্দি শিবিরে আটকে রাখা হত। নির্দিষ্ট কিছু ধরনের চিত্রকর্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয় এবং বই রাস্তায় পোড়ানো হয়। বহু লেখক, শিল্পী ও বিজ্ঞানি বিদেশে পালিয়ে যান। গণতন্ত্র বিলুপ্ত করা হয়। ইহুদি আমলা এবং শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুত করা হয়।



3 A public book-burning in May 1933. The authors, many of them Jewish, are branded 'un-German'.

মে ১৯৩৩ এ বই-পোড়ানোর একটি ঘটনা। লেখকরা, যাদের মধ্যে অনেকেই ইহুদি, 'অ-জার্মান' বলে চিহ্নিত।



4 'Führer, we follow you! Everyone says Yes!' In mid-1933 all political parties are banned. The only party permitted is the NSDAP.

'ফুরার, আমরা আপনাকে অনুসরণ করি! প্রত্যেকে বলে হ্যাঁ।' ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ। একমাত্র অনুমোদিত দল এনএসডিএপি।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের আটক, মার্চ ১৯৩৩।





1 Anne at school, 1935.

স্কুলে আনা, ১৯৩৫

“To Holland”

Anne Frank

“Because we’re Jewish, my father emigrated to Holland in 1933, when he became the Managing Director of the Dutch Opekta Company, which manufactures products used in making jam.”

Otto Frank begins to build up his business selling ‘Opekta’, a gelling agent for jam. The Frank family move into a house on the Merwedeplein square, part of a new housing development in Amsterdam. More and more refugees from Germany come to live in the neighbourhood. Anne and Margot go to a local school and quickly learn Dutch.



2 Otto Frank and his secretary Miep Gies, who began working for him in 1933.

অট্টো ফ্রাংক এবং তার সেক্রেটারি মিয়েপ গি়েস। মিয়েপ ১৯৩৩ সাল থেকে তার অফিসে কাজ করছে।

“হল্যান্ডের দিকে”

আনা ফ্রাংক

“যেহেতু আমরা ইহুদি, আমার বাবা ১৯৩৩ সালে হল্যান্ডে অভিবাসী হন। তিনি ডাচ অপেক্টা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন যে কোম্পানিটি ‘জ্যাম’ তৈরীর বিভিন্ন উপকরণ উৎপাদন করে।”

অট্টো ফ্রাংক ‘অপেক্টা’ নামের জ্যাম তৈরীর ‘জেলিং এজেন্ট’ বিক্রির নিজস্ব ব্যবসা গড়ে তুলতে শুরু করেন। ফ্রাংক পরিবার মেরভেডেপলেইন এর একটি বাড়িতে এসে উঠে, যা আমসটারডাম এর একটি নতুন আবাসন প্রকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। জার্মানি থেকে আরো অনেক উল্লেখ্য এই এলাকায় আসতে থাকে। আনা এবং মার্গট স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি হয় এবং দ্রুত ওলোন্দাজ ভাষা শিখে নেয়।



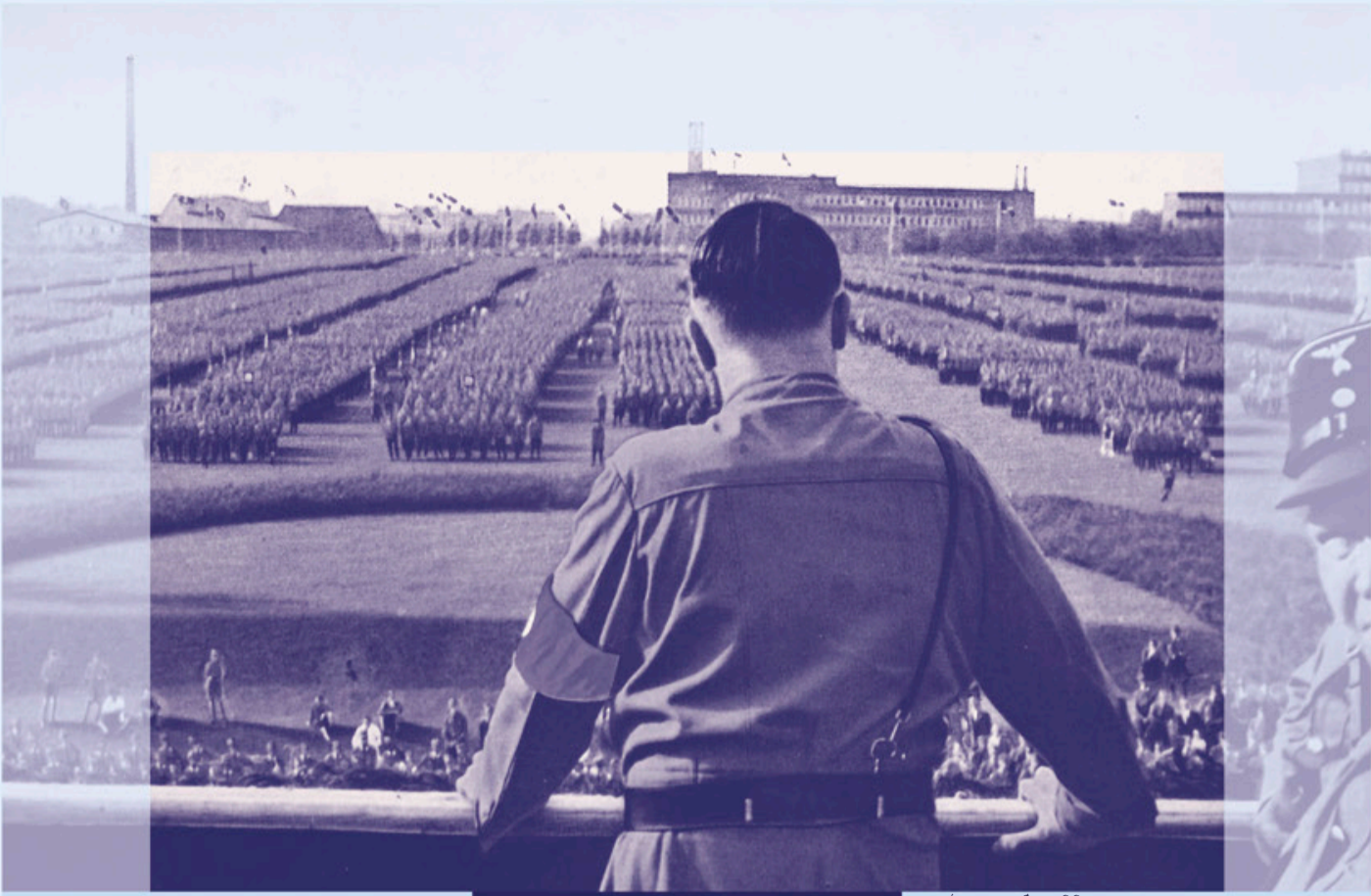
3 Anne with her friends Eva Goldberg (on the left) and Sanne Ledermann (in the middle) at the Merwedeplein (Amsterdam), 1936.

আনা মেরভেডেপলেইনে তার বন্ধু ইভা গোল্ডবার্গ (বা দিকে) এবং সান্না লেডারম্যান (মাঝে) এর সাথে, ১৯৩৬।



4 Margot and Anne with their friends Ellen Weinberger (second from the left) and Gabrielle Kahn (on the right). The photo was taken at the home of the Kahn family in Amsterdam, 1934.

মার্গট ও আনা তাদের বন্ধু এলেন ভাইনবার্গার (বা থেকে দ্বিতীয়) এবং গ্যাব্রিয়েল কান (ডান দিকে) এর সাথে। ছবিটি ১৯৩৪ সালে আমসটারডামে কান পরিবারের বাসায় তোলা হয়।



1 Rigidly organized mass rallies make a big impression.

কর্তার ভাবে সংগঠিত গণমিছিলের প্রভাব ব্যাপক

The Nazification of Germany

In Germany, 'law and order' have returned, and the economy is on the upturn. The nazis take control of the upbringing and education of young people, with the aim of turning them into 'good Nazis'. The media (radio, newspapers and film) only reflect Nazi ideology. There is great enthusiasm for Hitler and his party. There are some opponents too, but most of them remain silent for fear of violence and imprisonment. A variety of anti-Jewish measures are introduced. There is little resistance.

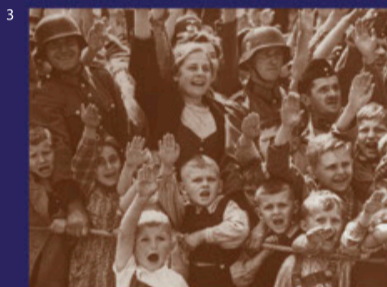


2 The unemployed are put to work on the construction of highways, government buildings and civil projects. Hitler also begins to build up a weapons industry and a large army. Unemployment falls dramatically.

বেকারদেরকে হুই ওয়ে, সরকারি ভবন সহ বিভিন্ন পুঁজু প্রকল্পে নিয়োজিত করা হয়। তাছাড়া হিটলার সমরাস্ত্র শিল্প এবং বড় আকারের সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে শুরু করে। নাটকীয়ভাবে বেকারত্ব হ্রাস পায়।

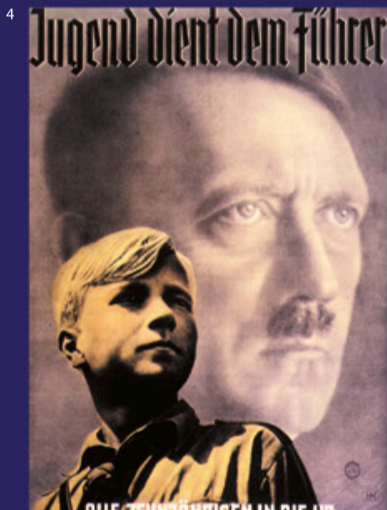
জার্মানির নাৎসিকরণ

জার্মানিতে 'আইন-শৃঙ্খলা' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং অর্থনীতিতে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিল। নাৎসিরা তরুণদের শিক্ষা ও লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলো যেন তাদেরকে 'ভাল নাৎসি'তে পরিণত করা যায়। গণমাধ্যমে (রেডিও, সংবাদপত্র এবং চলচ্চিত্র) শুধু নাৎসি আদর্শের প্রচারণা। হিটলার এবং দলকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। কিছু বিরোধীতাকারীও ছিলেন কিন্তু তাদের বেশিরভাগই সন্ত্রাস ও বন্দীত্বের ভয়ে চুপ করে থাকলেন। বিভিন্ন ধরনের ইহুদি-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। প্রতিরোধ খুবই সামান্য।



3 Young and old alike are full of enthusiasm for the Nazis.

তরুণ ও বৃদ্ধ সবাই নাৎসিদের ব্যাপারে সমান উৎসাহি



4 'Youth Serves the Führer' All ten-year-olds in the Hitler Youth

'তরুণরা ফ্যুহরর হয়ে কাজ করে' 'সকল দশ-বছর-বয়সী হিটলার ইয়ুথ এ'

নাৎসিরা ছায়া তরুণদের বেড়ে উঠার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। মেয়েদেরকে সামরিক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত শুরু করে। মেয়েদেরকে গৃহবধু ও মায়ের জমিকা পালন করতে প্ররোচিত করতে থাকে।

5 The Nazis want complete control of young people's upbringing. Boys' activities take on a military flavour, while girls are prepared for their roles as housewives and mothers.





Anne with her friends in a sandpit, 1937. Hannah is on the left, Sanne on the right.

একটা স্যান্ড বক্সের বন্ধুদের সাথে আনা, ১৯৩৭। বা পাশে হানা এবং ডান দিকে সানা।

“There goes Anne, Hanne and Sanne”

Anne Frank
 “Hanneli and Sanne used to be my two best friends. People who saw us together used to say, ‘There goes Anne, Hanne and Sanne.’”

Hannah Goslar and Sanne Lederman are both Jewish, and both of them come from Berlin. The stream of refugees keeps growing, and more and more people who have fled Germany come to live in Anne’s neighbourhood. Around half of the children in Anne’s class are Jewish.



Anne আনা Margot মার্গট
 1935 1936 1937

“ঐ যায় আনা, হানা, সানা”

আনা ফ্রাংক
 “হানালি ও সানা ছিল আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। লোকেরা আমাদেরকে একসাথে দেখে বলত, ‘ঐ যায় আনা, হানা, সানা’”

হানা গোসলার ও সানা লেডেরমান উভয়ে ইহুদি এবং উভয়েই বার্লিন থেকে আগত। উদ্ভাস্তদের স্রোত বড় হতে থাকে এবং আরো বেশি মানুষ জার্মানি থেকে পালিয়ে আনার পাশ্চবর্তী এলাকায় বাস করতে আসতে থাকে। আনার ক্লাসের প্রায় অর্ধেকই ইহুদি।



Anne at a summer camp for city children in Laren near Amsterdam in 1937. আমস্টারডামের কাছে লারেন এ নগর শিশুদের জন্য একটি ঐচ্ছিককালীন ক্যাম্পে আনা, ১৯৩৭



There are many Jewish children in Anne’s class, most of them from Germany. আনার ক্লাসে বহু ইহুদি শিশু, যাদের বেশির ভাগই এসেছে জার্মানি থেকে



1 The Nazis believe that people can be divided into 'races', and that their own 'Aryan race' is superior. Here, a child is being examined for 'racial traits':

Race Laws

In 1935, 'race laws' are introduced. Only Germans with so-called 'German blood' can be full citizens from now on. All others have fewer rights. Hitler's ideal is a 'racially pure' German people. According to him, the German 'Aryan race' is superior to all others. The Nazis see the Jews not only as inferior, but also as dangerous. They harbour the delusion that 'the Jews' are engaged in a worldwide conspiracy to destroy the so-called 'Aryan race'. Jewish people face mounting restrictions, and all to one purpose: to isolate the Jews from the non-Jewish population.



2 Schoolchildren are given lessons in 'Racial Studies':

শিশুদেরকে 'জাতি সম্পর্কিত শিক্ষায়' পাঠদান করা হচ্ছে।



3 Hitler issues an order to kill disabled people in order to prevent the 'weakening of the race'. Some 80,000 disabled people, this girl among them, are murdered.

হিটলার বিকলাঙ্গদের হত্যা করার এক আদেশ জারি করেন যার উদ্দেশ্য 'জাতিগত দুর্বলতা' প্রতিরোধ। ৮০,০০০ এর মতো বিকলাঙ্গ মানুষকে হত্যা করা হয়, যার মধ্যে এই বাগিকারিও রয়েছে।



4 The Nazis also consider black people 'inferior'. There are around 20,000 black people living in Germany in the 1930's. In 1937, 385 black children are secretly sterilised.

নাৎসিরা কালো মানুষদেরকেও 'নিষ্কৃষ্ণ' মনে করে। ১৯৩০ এর দশকে জার্মানিতে মোটামুটি ২০,০০০ কালো মানুষ বসবাস করতেন। ১৯৩৭ সালে ৩৮৫জন কালো শিশুকে গোপনে নিরীকৃত করা হয়।

নাৎসিদের বিশ্বাস জনগণকে বিভিন্ন 'রেস' বা 'জাতিগত' ভাগ করা যায় এবং তাদের নিজেদের 'আর্য জাতি' উচ্চুইতর। এখানে একজন শিশুকে তার 'জাতিগত বৈশিষ্ট্য' নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বর্ণবাদি আইন

১৯৩৫ সালে 'বর্ণবাদি আইন' প্রণয়ন করা হয়। এখন থেকে শুধুমাত্র তথাকথিত 'জার্মান রক্তের' অধিকারি জার্মান নাগরিকরাই পূর্ণ নাগরিক। বাকি সকলের অধিকার এর চেয়ে কম। হিটলারের আদর্শ হলো 'জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ' জার্মান জনগণ। তার কাছে জার্মান 'আর্য জাতি' অন্য সকলের চেয়ে সেরা। নাৎসিদের কাছে ইহুদিরা শুধু নিকৃষ্ণই নয়, বিপদজনকও। 'ইহুদি জাতি' তথাকথিত 'আর্য জাতি'কে ধ্বংস করার জন্য সারা দুনিয়া ব্যাপি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত- এরকম একটা বিশ্বাস তাদের মনে। ইহুদি জনগণকে ব্যাপক বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। আর এসবের উদ্দেশ্য একটাই: ইহুদিদেরকে ইহুদি নন এমন মানুষদের থেকে আলাদা করে ফেলা।

5 Thirty-nine Roma ('Gypsy') children are brought to the 'St. Josefspflege' clinic in the German town of Mulfingen for so-called 'racial studies'. In 1944 the children are sent to Auschwitz, where most of them are killed in the gas chambers, while others are forced to undergo medical experiments. Only four survive.

উনচত্ব্বিশ জন রোমা (জিপসি) শিশুকে জার্মান শহর মুলফিংগেন (Mulfingen) এর 'সেন্ট জোসেফসফ্লেগে' (St. Josefspflege) ক্লিনিকে আনা হয় 'জাতি সম্পর্কিত শিক্ষা'র জন্য। ১৯৪৪ সালে এই শিশুদেরকে আশউইস বন্দী শিবিরে পাঠানো হয় যেখানে বেশিরভাগকেই গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয় আর বাকিদেরকে বাধ্য করা হয় বিভিন্ন চিকিৎসাবিশয়ক গবেষণায় অংশ নিতে। এদের মধ্যে শুধু চারজন বেঁচে যায়।



1 Anne (second from the left) in the Vondelpark in Amsterdam, in the winter of 1940/1941. Figure-skating was her great passion. This is the only photo of Anne skating that has survived.

“Our lives were not without anxiety...”

Anne Frank

“Our lives were not without anxiety, since our relatives in Germany were suffering under Hitler’s anti-Jewish laws. After the pogroms in 1938 my two uncles (my mother’s brothers) fled Germany, finding safe refuge in North America. My elderly grandmother came to live with us. She was seventy-three years old at the time.”

Otto and Edith Frank get to know other German refugees. They meet Hermann and Auguste van Pels and their son Peter, and Fritz Pfeffer, all of whom will later go into hiding with them. The Van Pels family fled from Osnabrück in 1937, and Hermann van Pels became a partner in Otto Frank’s business. Like Anne’s uncles, Fritz Pfeffer left Germany following ‘Kristallnacht’.



2 Anne’s Grandmother Holländer leaves for Amsterdam in March 1939 and comes to live with the Frank family. She dies in 1942.

আনার নানী হল্যান্ডার ১৯৩৯ সালের মার্চে আমস্টার্ডামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং আনাদের পরিবারের সাথে থাকার জন্য আসেন। তিনি ১৯৪২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।



3 Peter van Pels (centre) with friends at the Jewish Boy Scouts in Osnabrück, Germany, in 1936.

১৯৩৬ সালে জার্মানির ওসনাব্রুকে বন্ধুদের সাথে পিটার ভ্যান পেলস (কেন্দ্রে)।



4 Fritz Pfeffer with his non-Jewish fiancée Charlotte Kaletta. In Germany, marriages between Jews and non-Jews have been illegal since 1935. They cannot marry in the Netherlands either, because it respects German law.

অ-ইহুদি বাগদত্তা শার্লট কালেটটার সাথে ফ্রিটজ ফেফার। জার্মানিতে ১৯৩৫ সাল থেকে ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যকার বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করা হয়। নেদারল্যান্ডেও এই ধরনের বিবাহ সম্ভব নয় কারণ দেশটি জার্মানির আইনকে শ্রদ্ধা করে।

১৯৪০/১৯৪১ এর শীতে আমস্টার্ডামের ভভেলপার্কে আনা(বা থেকে দ্বিতীয়)। ফিগার স্কেটিং ছিল তার খুব শখের একটি কাজ। আনার স্কেটিং করার এই একটি ছবিই কেবল টিকে যায়।

“আমাদের জীবন নিরুদ্বেগ ছিল না..”

আনা ফ্রাংক

“আমাদের জীবন নিরুদ্বেগ ছিল না, কেননা জার্মানিতে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা হিটলারের ইহুদী বিরোধী আইনে নির্যাতিত হচ্ছিলেন।”
১৯৩৮ সালের সংঘবদ্ধ হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনার পর আমার দুই মামা (মায়ের ভাই) জার্মানি থেকে পালিয়ে উত্তর আমেরিকায় নিরাপদ আশ্রয় নেন। আমার বৃদ্ধ নানী আমাদের সাথে বসবাস করতে চলে আসেন। তখন তার বয়স ছিল তিয়াত্তর বছর।”

অট্টো ও এডিথ ফ্রাংক অন্যান্য জার্মান উদ্ভাস্তদের সাথে পরিচিত হন। হেয়মান ও অগাস্ট ভ্যান পেলস এবং তাদের ছেলে পিটার ও ফ্রিটজ ফেফার এর সাথে তাদের দেখা হয়। এরা সবাই পরবর্তীতে তাদের সাথেই আত্মগোপনে যান। ভ্যান পেলস পরিবার ওসনাব্রুকে থেকে পালিয়ে ১৯৩৭ সালে আর হেয়মান ভ্যান পেলস অট্টো ফ্রাংকের ব্যবসায়িক অংশীদার হয়ে যান। আনার মামাদের মতোই ফ্রিটজ ফেফার ‘ক্রিস্টালনাখট’ এর পরে জার্মানি ছাড়েন।



1 Jewish refugees on board the 'St. Louis' in the harbour at Antwerp, Belgium, 17 June 1939.

বেঙ্গলিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প বন্দরে 'সেইন্ট লুইস' জাহাজে ইহুদি উদ্বাস্তু ১৭ জুন ১৯৩৯।

The persecution of the Jews begins

On the night of 9-10 November 1938 (the so-called 'Kristallnacht', or Night of Broken Glass) the Nazis organise a series of attacks against the Jews. In this one night of violence 177 synagogues are destroyed, 7500 shops wrecked and 236 Jews murdered. Around 30,000 are arrested and sent to concentration camps. Only now does the true scale of the danger they are in become apparent, and many Jews decide to flee Germany, but more and more countries are closing their borders to refugees.



2 Passers-by at a vandalised shop on the Potsdamer Strasse in Berlin on the morning of 10 November 1938. The term 'Kristallnacht' refers to the broken glass that litters the streets.

১০ নভেম্বর ১৯৩৮-এর সকালে বার্লিনের পোস্টডামার স্ট্রাসেতে ভাঙা দোকানের সামনে এক পথচারী। রাত্তি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা কাচ থেকেই 'ক্রিস্টালনাখট' শব্দটির জন্ম।

ইহুদি নিপীড়নের সূচনা

১৯৩৮ এর ৯-১০ নভেম্বরের রাতে (তথাকথিত 'ক্রিস্টালনাখট' বা ভাঙা কাচের রাত্তি) নাৎসিরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো আক্রমণ সংগঠিত করে। এই এক রাত্তির সহিংসতায় ১৭৭টি সিনাগগ ধ্বংস, ৭৫০০ দোকান ভাঙচুর ও ২৩৬ জন ইহুদিকে হত্যা করা হয়। প্রায় ৩০,০০০ জনকে শ্রমস্তর করে বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইহুদিদের বিপদের প্রকৃত মাত্রাটি পরিষ্কার হয় এবং অনেক ইহুদি জার্মানি ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু একের পর এক দেশের সীমান্ত উদ্বাস্তুদের জন্য বন্ধ হতে থাকে।



3 Jews in Oldenburg, Germany, under arrest after 'Kristallnacht'.

জার্মানির ওল্ডেনবার্গে 'ক্রিস্টালনাখট'-এর পর শ্রমস্তর হওয়া ইহুদি।



4 Jewish refugee children arriving in Britain, December 1938. Children are sometimes still admitted to the country. Most of them will never see their parents again.

ইহুদি শিশুরা ব্রিটেনে আসছে, ডিসেম্বর ১৯৩৮। বেশিরভাগই তাদের বৈশিষ্ট্যই তাদের পিতামাতাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবেনা।

'ক্রিস্টালনাখটের' সময় আসনে প্রকল্পিত ফ্রাংকফুর্টের এক সিনাগগ, ৯-১০ নভেম্বর ১৯৩৮।

5 A Frankfurt synagogue in flames during 'Kristallnacht', 9-10 November 1938.





1 In September 1939 the Second World War breaks out.

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

War!

On 1 September 1939 the German army invades Poland. Large areas are cleared by the army to make way for settlement by German colonists. Many prominent Poles are killed. Little news of the atrocities being carried out in Poland filters through to Western Europe. In May 1940 the Netherlands, Belgium and France are also invaded by the German army. The Nazis see the non-Jewish people of these countries, in contrast to the Poles, as members of the same 'race', and do not commit atrocities on the scale of those in Poland. The registration of Jews begins in the first year of the occupation of the Netherlands.



2 Behind the front line in Poland the campaign of terror against the Jews begins immediately. Jews are publicly humiliated and beaten up in the streets. The occupying forces carry out pogroms in which thousands of Jews are killed.

পোল্যান্ডে যুদ্ধের পেছনে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর সামরিক অভিযান শুরু হয়। ইহুদিদেরকে রাস্তায় প্রকাশ্যে অপমান ও মারধর করা হয়। দখলদার বাহিনী সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হামলা পরিচালনা করে যার ফলে হাজার হাজার ইহুদি খুন হয়।

যুদ্ধ!

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মান সেনাবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। জার্মান উপনিবেশিকদের বসতি স্থাপনের জন্য সেনাবাহিনী বিশাল এলাকা খালি করে ফেলে। পোল্যান্ডের অনেক বিশিষ্ট নাগরিকদের হত্যা করা হয়। পোল্যান্ডে চালমান নৃশংসতার খুব সামান্য খবরই পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছায়। ১৯৪০ সালের মে মাসে জার্মান সেনাবাহিনী নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সেও আক্রমণ চালায়। নার্সি'রা এইসব দেশের অ-ইহুদি জনগণকে একই 'জাতি'র অংশ বলে মনে করতো, ফলে তারা এখানে পোল্যান্ডের মতো নৃশংসতা চালায় নি। নেদারল্যান্ডস দখলের প্রথম বছরে ইহুদি রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হয়।



3 The arrival of the German army in Amsterdam, near to Otto Frank's business, 16 May 1940.

আমস্টার্ডামে অট্টো ফ্রাঙ্কের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে জার্মান সেনাবাহিনীর আগমন, ১৬ মে ১৯৪০।



4 At first the Nazis attempt to win over the Dutch people to their ideas, but with little success. Only a small proportion of the population collaborate with the occupiers.

প্রথমে নার্সি'রা ওলফাজ জনগণের কাছে নিজেদের ধারণা জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালায় কিন্তু তেমন কোন সফলতা পায় না। জনগণের খুব কম একটা অংশই কেবল দখলদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

ওয়ারসো, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। এই শহরে জার্মান বিমান হামলার সময় পোলিশ শিশুরা উড়িয়ে দুটিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

5 Warsaw, 14 September 1939. Polish children look anxiously to the sky as German aircraft attack the city.





1 The Frank family on the Merwedeplein square in Amsterdam.

আমস্টার্ডামের মেরভেডপ্লাইন স্কোয়ারে ফ্রাংক পরিবার

“...the trouble started for the Jews.”

Anne Frank

“After May 1940 the good times were few and far between: first there was the war, then the capitulation and then the arrival of the Germans, which is when the trouble started for the Jews.”

The Second World War breaks out a few months after Anne's tenth birthday. Otto and Edith hope that the Netherlands will stay out of the war, but on 10 May 1940 the German army invades. The Nazis quickly begin the process of identifying who is Jewish and who is not. After a year, the names and addresses of the majority of Jews in the Netherlands are known to the occupiers.



2 Anne (third from the right), her father (third from the left) and other guests at the wedding of Jan Gies and Miep Santrouschitz in Amsterdam on 16 July 1941.

১৬ জুলাই ১৯৪১ এ জ্যান গিজ ও মিপ সানট্রোসিচ এর বিয়ের অনুষ্ঠানে আনা (তিন দিক থেকে তৃতীয়), তার পিতা (বা দিক থেকে তৃতীয়) ও অন্যান্য অতিথি।



3 A 1940 school photo of Anne, her teacher and two classmates. From left to right: Martha van den Berg, teacher Margaretha Godron, Anne and Rela Saloman.

আনা তার অন্যতম ভাল বন্ধু হানা গোসলারের সাথে, মে ১৯৪০।



4 Dutch Nazis marching through the Jewish quarter of Amsterdam. They often provoke violence with the Jews.

ওলফাজ নাৎসিদের ইহুদি এলাকা দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যাওয়া। তারা প্রায়ই ইহুদিদেরকে সহিংসতার উত্থান দেয়।

“..ইহুদিদের বিপদ শুরু হলো”

আনা ফ্রাংক

“১৯৪০ সালের মে মাসের পর ভাল সময় খুব কমই এসেছে: প্রথমে যুদ্ধ, তারপর আত্মসমর্পন আর তারপর জার্মানদের আগমন। তখন থেকেই ইহুদিদের বিপদের শুরু।”

আনার দশম জন্মদিনের কয়েক মাস পড়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। অটো এবং এডিথ এর আশা ছিল নেদারল্যান্ডস যুদ্ধের বাইরে থাকবে কিন্তু ১৯৪০ এর ১০ মে জার্মানরা আক্রমণ করল। নাৎসিরা দ্রুত কে ইহুদি আর কে ইহুদি নয় তা সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চালু করল। এক বছর পরে নেদারল্যান্ডের বেশিরভাগ ইহুদিদের নাম ও ঠিকানা দখলদারদের জানা হয়ে গেল।



1 In Germany and in most of the occupied territories Jews are forced to wear a yellow star.

Isolation

Once the names and addresses of the Jews are known, their isolation can begin. The Nazis introduce a fast-growing array of anti-Jewish measures, with the effect that many non-Jews no longer dare to associate with Jews, or vice versa.



2 The first major open conflict between the occupying forces and the Dutch people comes in February 1941, after 427 Jewish men are rounded up and deported to the Mauthausen concentration camp. The people of Amsterdam and the surrounding area go on strike in protest against the persecution of the Jews, but the strike is violently broken up after two days.

১৯৪১ এর ফেব্রুয়ারিতে ৪২৭ জন ইহুদিকে আটক করে মauthausen উইসেন বন্দী শিবিরে পাঠানোর পর ওলন্দাজ এবং দখলদার বাহিনীর মধ্যে প্রথম বড় ধরনের প্রকাশ্য সংঘাতের ঘটনাটি ঘটে। আমস্টারডাম ও তার আশপাশের এলাকার মানুষ ইহুদি নিপীড়নের প্রতিবাদে ধর্মঘট আহ্বান করেন। কিন্তু দুইদিন পর সহিংসতার মাধ্যমে সেই ধর্মঘট ভেঙে দেয়া হয়।

জার্মানি সহ বেশির ভাগ দখলকৃত অঞ্চলের ইহুদিদের একটি 'হয়ুদ তারকা' পড়তে বাধ্য করা হতো।

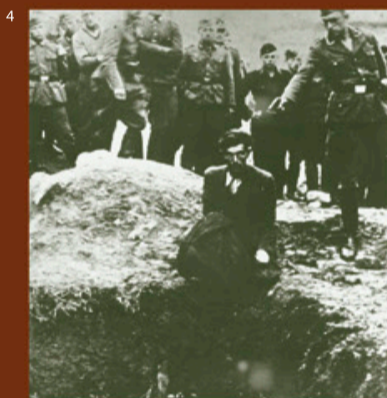
বিচ্ছিন্নকরণ

ইহুদিদের নাম ঠিকানা জানা হয়ে যাওয়ায় এবার তাদেরকে বিচ্ছিন্নকরণের পালা। নাৎসিরা একগাদা ইহুদিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলস্বরূপ ইহুদি ও অ-ইহুদি জনগোষ্ঠী পরস্পরের সাথে মেলামেশার সাহস হারিয়ে ফেলে।



3 By order of the occupiers, signs appear with the message 'Jews Not Allowed' or 'Jews Not Welcome Here'.

দখলদারদের আদেশে 'ইহুদি প্রবেশ নিষেধ' কিংবা 'ইহুদিরা এখানে কাঙ্ক্ষিত নয়' এরকম বাতী সহ সাইনবোর্ড স্থাপনো হয়।



4 In Eastern Europe special army units, Einsatzgruppen, have the task of killing as many Jews, Gypsies, and partisans as possible. In just one year an estimated one million men, women and children are murdered.

পূর্ব ইউরোপে 'আইনজাটিনগ্রুপেন' (Einsatzgruppen) নামের বিশেষ সামরিক বাহিনীর কাজ ছিল ইহুদি, জিপসি ও পার্টিজান ইহুদিদের হত্যা করা। শুধু এক বছরেই প্রায় ১০ লক্ষ নারী, শিশু ও পুরুষকে হত্যা করা হয়।

নেদারল্যান্ডস এ ও মে ১৯৪২ থেকে ৬ বছরের বেশি বয়সের সকল ইহুদি শিশুকে 'হয়ুদ তারকা' পড়তে হতো।

5 In the Netherlands, from 3 May 1942, all Jewish children over six years old have to wear a yellow star.





Anne at the Montessori school in Amsterdam, 1941.

আমস্টার্ডামের মন্টেশরি স্কুলে আনা, ১৯৪১

“...a series of anti-Jewish decrees...”

Anne Frank

“Our freedom was severely restricted by a series of anti-Jewish decrees: Jews were required to wear a yellow star; Jews were required to turn in their bicycles; Jews were forbidden to use trams; Jews were forbidden to ride in cars, even their own; Jews were required to do their shopping between 3.00 and 5.00 p.m.; Jews were required to frequent only Jewish-owned barbershops and beauty salons; Jews were forbidden to be out on the streets between 8.00 p.m. and 6.00 a.m.”

Jewish children now have to go to separate Jewish schools, in Anne and Margot's case the Jewish Lyceum. Because Jews are no longer allowed to have their own businesses, Otto Frank names Johannes Kleiman as company director, although Otto remains active behind the scenes. The company is also given a new name, Gies & Co, after Jan Gies, the husband of Miep Gies.

A secret plan

Behind all the anti-Jewish measures lies Hitler's secret plan: all 11 million Jews in Europe are to be killed. This decision is worked out in detail by high-ranking Nazi officials at a top-secret meeting at a villa in Berlin in January 1942; the so-called 'Wannsee Conference'. The Jews must suspect nothing. They are told they are being sent to 'labour camps'. In reality they are transported to specially constructed extermination camps, most of them in Poland, which have been specifically designed for the rapid and 'efficient' killing and cremation of as many human beings as possible. Large-scale deportations to these camps begin in the summer of 1942. Most of the Jews who are sent there are killed immediately on their arrival. The remainder are forced into gruelling slave labour until they die of exhaustion.

একটি গোপন পরিকল্পনা

সকল ইহুদি বিরোধী আইনের পেছনে ছিলো হিটলারের এক গোপন পরিকল্পনা: ইউরোপের ১ কোটি ১০ লাখ ইহুদিদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। উচ্চ পদস্থ ন্যূনসি অফিসারদের নিয়ে ১৯৪২ সালে বার্লিনের এক ভিলায় অনুষ্ঠিত গোপন মিটিং এ বিকসে বিহীনভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মিটিং চি 'ওয়ানসি সন্মেলন' নামে পরিচিত। ইহুদিরা যেন কোন সন্দেহ করতে না পারে। তাদেরকে 'শ্রম শিবির' এ নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলো। বাস্তবে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ক্রম ও দক্ষতার সাথে একত্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ হত্যার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত মৃত্যু শিবিরে যার বেশিরভাগই ছিল পোল্যান্ড এ এসব শিবিরে বড় আকারের চালান পাঠানো শুরু হয় ১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম থেকে। এখানে পাঠানো ইহুদিদের বেশিরভাগকেই পৌছানোর সাথে সাথেই হত্যা করা হলো। বাকিদেরকে নিঃশেষিত হয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কঠোর দাসোচিত শ্রমে বাধ্য করা হলো।

“.. এক সারি ইহুদি বিরোধী আইন”

আনা ফ্রাংক

“এক সারি ইহুদি বিরোধী আইনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে খর্ব করা হয়: ইহুদিদেরকে একটি হলুদ তারকা পড়তে হয়; ইহুদিদেরকে সাইকেল জমা দিয়ে দিতে হয়; ইহুদিদের জন্য ট্রাম ব্যবহার নিষিদ্ধ; গাড়ি চড়া নিষিদ্ধ, এমনকি তা নিজেদের হলেও; বিকাল ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে ইহুদিদেরকে কেনাকাটা সম্পন্ন করতে হবে; ইহুদিরা কেবল ইহুদি মালিকানাধীন চুলকাটা ও রুপচর্চার সেলুনে যেতে পারবেন; রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত রাস্তায় বের হওয়া নিষেধ।”

ইহুদি শিশুদেরকে এখন থেকে শুধু ইহুদিদের স্কুলে যেতে হবে, আনা ও মারগটের জন্য এরকম একটা স্কুল হলো ইহুদি লাইসিয়াম। ইহুদিদের যেহেতু কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানার অনুমোদন নেই, কাজেই অট্টোফ্রাংক জোহানস ক্লেইম্যানকে তার কোম্পানির পরিচালক নিযুক্ত করে নিজে পেছন থেকে সক্রিয় থাকলেন। মিপ গিস এর স্বামী ইয়ান গিস এর নামানুসারে কোম্পানির নতুন নাম দেয়া হলো গিস এন্ড কোং।

2

At the Wannsee Conference a calculation is made of the number of Jews living in Europe.

ওয়ানসি সন্মেলনে ইউরোপে বসবাসকারি ইহুদির সংখ্যা হিসেব করা হয়।



Anne's diary.

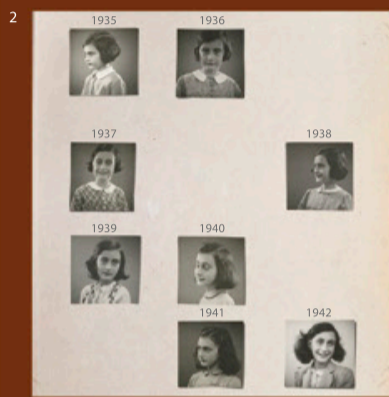
আনার ডায়েরি

“I hope I will be able to confide everything to you...”

Anne Frank

“I hope I will be able to confide everything to you, as I have never been able to confide in anyone, and I hope you will be a great source of comfort and support.”

Anne writes these words on the first page of the diary which she is given for her thirteenth birthday on 12 June 1942. She writes the diary in the form of letters to her imaginary friend Kitty about school, her friends and her life up to that point. She cannot foresee that three weeks later her life will change completely.



Anne Frank 1935-1942.

আনা ফ্রাংক ১৯৩৫-১৯৪২

“আমি আশা করি তোমাকে বিশ্বাস করে সব কিছু বলতে পারবো...”

আনা ফ্রাংক

“আমি আশা করি তোমাকে বিশ্বাস করে সব কিছু বলতে পারবো। এর আগে আমি কখনই কারো উপর বিশ্বাস রাখতে পারিনি। আমি আশা করি তুমি আমার জন্য স্বাভাবিক ও সাহায্যের এক বিরাট উৎস হয়ে উঠবে।”

এই কথাগুলো আনা তার ডায়েরির প্রথম পাতায় লিখেছিলেন। ১৯৪২ সালের ১২ জুন ডায়েরিটি সে তার ব্রয়োদশ জন্মদিন উপলক্ষে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। কাল্পনিক বন্ধু কিটির উদ্দেশ্যে চিঠি লেখার আদলে সে ডায়েরিটি লিখত যেখানে থাকতো তার স্কুল, বন্ধুবান্ধব ও তার জীবনের কথা। তার পক্ষে বোঝার কোন উপায়ই ছিলনা যে তিন সপ্তাহ পরেই তার জীবনটা পুরোপুরি পাল্টে যাবে।



Anne's diary. On some pages she would paste passport photos of herself and comment on them.

আনার ডায়েরি। কোন কোন পাতায় সে তার পাসপোর্ট সাইজের ছবি আটা দিয়ে লিখিয়ে তার উপর বিভিন্ন মন্তব্য লিখত।



Anne switches between two kinds of handwriting in her diary. Sometimes she writes in block letters, but she often also uses a flowing, slanted script.

ডায়েরি তে আনার হাতের লেখা ছিল দুইরকম। মাঝে মাঝে সে বড় হাতের অক্ষরে লিখত কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই একটানা বাঁকা হাতের অক্ষরে লিখত।



Margot Frank at the Jewish Lyceum, December 1941.

ইছনি লাইসিয়ামে মার্গিট ফ্রাংক, ডিসেম্বর ১৯৪১

“I was stunned. A call-up...”

Anne Frank

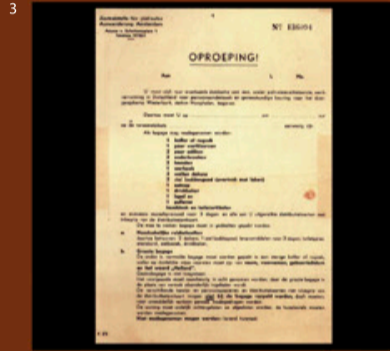
“At three o’ clock... the doorbell rang. I didn’t hear it, since I was out on the balcony, lazily reading in the sun. A little while later Margot appeared in the kitchen doorway looking very agitated. ‘Father has received a call-up notice from the SS’, she whispered... I was stunned. A call-up: everyone knows what that means. Visions of concentration camps and lonely cells raced through my head.”

Three weeks after Anne’s birthday, on 5 July 1942, a call-up notice arrives for Margot to report to the authorities. She is to be sent to a ‘labour camp’ in Germany. The call-up does not come as a complete surprise to Anne’s parents: since early 1942 Otto Frank has already been making preparations to go into hiding in the “, a part of his offices on the Prinsengracht. Only his most trusted employees know of these plans. The decision is made to go into hiding immediately.



A passport photo of Anne, May 1942. Probably the last photo that was taken of her.

আনার একটি পাসপোর্ট ছবি, মে ১৯৪২। সম্ভবত তার তোলা সর্বশেষ ছবি।



A call-up notice, with a list of the items the deportees must take with them.

কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হওয়ার একটি নোটিশ, নির্বাসনে যাওয়ার সময় যেসব জিনিস সাথে নিতে হবে তার একটি তালিকা সাথে।



The Frank family decide to go into hiding the very next day. Miep Gies and other helpers come the same evening to bring as many items as possible to the hiding place.

ফ্রাংক পরিবার পরেরদিনই আত্মগোপনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। যত বেশি সংখ্যক সামগ্রী গোপন স্থানে দেয়া যায় তা নিতে বিকেনেই আসলেন মiep গিস সহ আরো কয়েকজন সাহায্যকারী।

“আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হাজিরা দেয়ার ডাক আসলো...”

আনা ফ্রাংক

“বেলা তিনটা বাজে.. দরজার বেল বেজে উঠল। বেলকনিতে রোদের মধ্যে অলসভাবে বই পড়ছিলাম, তাই আমি টের পাইনি। একটু পরেই মারগট রান্না ঘরের দরজায় হাজির হলো, তাকে খুব অস্থির লাগছে। সে ফিসফিস করে বললো, ‘এসএস বাহিনী থেকে বাবার ডাক এসেছে’... আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ডাক এসেছে: সকলেই জানে এই ডাক আসার কি অর্থ। মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকলো বন্দি শিবির ও তার নিঃসঙ্গ কক্ষগুলোর ছবি।”

আনার জন্মদিনের তিন সপ্তাহ পর ১৯৪২ সনের ৫ জুলাই মারগটের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে হাজিরা দেয়ার ডাক আসলো। তাকে জার্মানির একটি ‘শ্রম শিবিরে’ পাঠানো হবে। আনার পিতামাতার কাছে এই ডাক আসাটা আশ্চর্যজনক ছিল না: ১৯৪২ সালের শুরু থেকেই অট্টো ফ্রাংক ‘সিক্রেট অ্যানালিস্ট’ এ আত্মগোপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সিক্রেট অ্যানালিস্ট হলো তার থ্রিলেনগ্রাফট এর অফিসেরই একটি অংশ। কেবল মাত্র তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মীরাই জানতো এই পরিকল্পনার কথা। তখনই আত্মগোপনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।



1 The building on the Prinsengracht. The hiding place, the 'Secret Annexe', is at the rear.

ব্রিসেনড্যাখট এর সেই ভবন। লুকোনোর জায়গা, 'সিক্রেট অ্যানেক্স' ঠিক পেছনে।

“...an ideal place to hide in.”

Anne Frank

“The Annexe is an ideal place to hide in. It may be damp and lopsided, but there's probably not a more comfortable hiding place in all of Amsterdam. No, in all of Holland.”

The hiding place is in an empty part of Otto Frank's offices. Later, the Van Pels family and Fritz Pfeffer join the Franks there. For the next two years these eight people remain in the , cut off from the outside world. It is a time full of fear and tension, but also of arguments or stifling boredom. Four of Otto Frank's trusted employees keep the eight people in hiding supplied with food, clothes and books.

2

Secret Annexe inhabitants

সিক্রেট অ্যানেক্সের অধিবাসীগণ



Otto Frank
অট্টো ফ্রাংক



Edith Frank
এডিথ ফ্রাংক



Margot Frank
মার্গট ফ্রাংক



Anne Frank
আনা ফ্রাংক



Hermann van Pels
হারমান ফন পেলস



Auguste van Pels
অগাস্ট ফন পেলস



Peter van Pels
পিটার ফন পেলস



Fritz Pfeffer
ফ্রিটজ ফেফার

“.. আত্মগোপনের জন্য আদর্শ একটি স্থান”

আনা ফ্রাংক

“অ্যানেক্স হলো আত্মগোপনের জন্য আদর্শ একটি স্থান। জায়গাটা স্যাতস্যাতে ও ভারসাম্যহীন হতে পারে কিন্তু গোটা আমস্টারডাম এমনকি গোটা হল্যান্ডেও লুকোনোর জন্য এর চেয়ে আরামদায়ক জায়গা আর নেই।”

লুকোনোর জায়গাটি অট্টো ফ্রাংকের অফিসেরই একটি খালি অংশ। পরবর্তীতে ভ্যান পেল ও ফ্রিটজ ফেফার তাদের সাথে যোগ দিল। এই আটজন মানুষ পরবর্তী দুই বছরের জন্য বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গোপন অ্যানেক্সেই থাকলেন। এই সময়টা কেটেছে ভয় ও দুশ্চিন্তার মধ্যে, সেই সাথে তর্কবিতর্ক আর ভীষণ একঘেয়েমির মাঝে। অট্টো ফ্রাংকের চারজন বিশ্বস্ত কর্মী এই আটজন মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র ও বই সরবরাহ করে লুকিয়ে রেখেছেন।

3

The helpers

সাহায্যকারী



Miep Gies
মি়প গিস



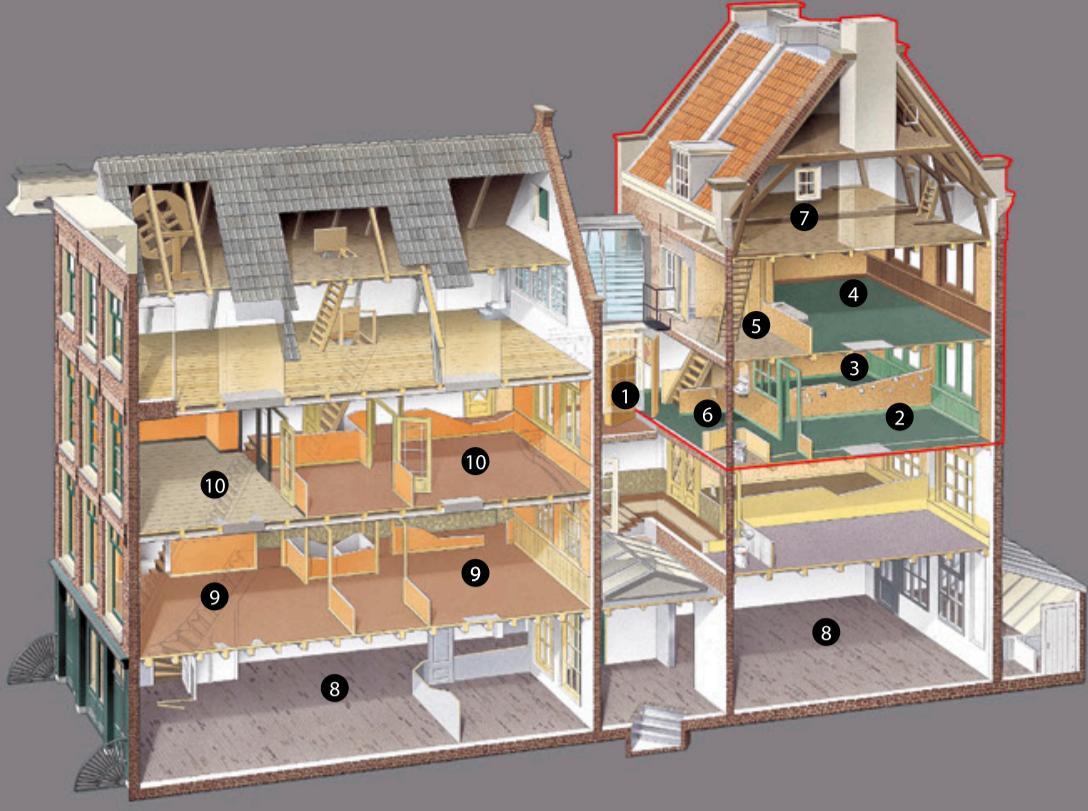
Victor Kugler
ভিক্টর কুংগার



Johannes Kleiman
জোহানেন্স ক্লাইমান



Bep Voskuijl
বেপ ভসকাউল



The building at Prinsengracht 263. At the rear, shown here shaded in red, is the hiding place in the Secret Annex.

“...I’m terrified our hiding place will be discovered and that we’ll be shot.”

Anne Frank

“Not being able to go outside upsets me more than I can say, and I’m terrified our hiding place will be discovered and that we’ll be shot.”

During the day, while people are at work in the building, the inhabitants have to remain very quiet. The warehouse employees have no idea they are there. Because the waste pipe from the toilet runs alongside the warehouse, it must be flushed as infrequently as possible. All the windows are blacked out with blankets so that the neighbours cannot see in, and the door which leads to the is hidden behind a hinged bookcase. During these long, silent hours Anne reads her schoolbooks, plays games with the others and writes in her diary.

The Secret Annex

1. Bookcase.
2. Anne and Fritz Pfeffer's room.
3. Otto, Edith and Margot's room.
4. Hermann and Auguste van Pels's room, also used as dining room.
5. Peter van Pels's room.
6. Bathroom and toilet.
7. Storage attic.

The business premises

8. Warehouse.
9. Office where the helpers work.
10. Office storeroom.

সিক্রেট অ্যানেক্স

- ১ বইয়ের ডাক
- ২ আনা এবং ফ্রিটজ ফেফারের ঘর
- ৩ অট্টো, এডিথ এবং মার্গটের ঘর
- ৪ হারমান এবং অগাস্ট ভ্যান পেলসের ঘর, যা ডাইনিং রুম হিসেবেও ব্যবহৃত হতো
- ৫ পিটার ভ্যান পেলসের ঘর
- ৬ বাথরুম ও টয়লেট
- ৭ ছাদের নিচে মালপত্র রাখার জায়গা

বিস্ময়কর

- ৮ গুদাম
- ৯ সহকারীদের কার্যালয়
- ১০ কার্যালয় স্টোররুম



A hinged bookcase conceals the entrance to the Secret Annex.

কাজ লাগানো বইয়ের তাকের মাধ্যমে সিক্রেট অ্যানেক্সের প্রবেশ পথ আড়াল করে রাখা



Anne and Fritz Pfeffer's room. Anne has decorated the walls with photos. Some years ago, for the making of a film, the was temporarily fitted out as it must have looked while the people were in hiding.

আনা এবং ফ্রিটজ ফেফারের ঘর। আনা মেয়ালগুলো ছবি দিয়ে সাজিয়েছে। বছর কয়েক আগে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়োজনে সিক্রেট অ্যানেক্সকে মানুষের নুকানোর উপযোগী করে সাজানো হয়েছিলো।

২৬৩ প্রিন্সেনগ্রাফ্ট এর সেই ভবন(২০০০ সালে)। সিক্রেট অ্যানেক্সের নুকানোর স্থানটি এখানে লাল শেড দিয়ে দেখানো হয়েছে।

“... আমার খুব ভয় লাগছে যে আমাদের আত্মগোপনের স্থানটি জেনে যাবে এবং আমাদেরকে গুলি করে মারা হবে”

আনা ফ্রাংক

“বাইরে না যেতে পারার কারণে যে কি খারাপ লাগে বলে বোঝাতে পারবনা। আর আমার খুব ভয় লাগে যে আমাদের আত্মগোপনের স্থানটি সম্পর্কে ওরা জেনে যাবে এবং আমাদেরকে গুলি করে মারবে।”

দিনের বেলায় ভবনের মধ্যে যখন লোকজন কাজ করে, সিক্রেট অ্যানেক্সে বসবাসকারীদের তখন খুব চুপচাপ থাকতে হয়। ওয়্যারহাউজের পাশে কর্মীরা জানেন না যে তারা এখানে আছেন। টয়লেট থেকে বর্জ্য বহনকারী পাইপটা ওয়্যারহাউজের পাশ বরাবর। তাই টয়লেট ফ্লাশ যত কম করা যায়। সবগুলো জানালা কখন দিয়ে ঢেকে দেয়া যেন প্রতিবেশিরা কিছু দেখতে না পারেন। সিক্রেট অ্যানেক্সের দিকের দরজাটি কবজা যুক্ত বুককেস দিয়ে ঢাকা। এই দীর্ঘ নীরব সময়ে আনা তার স্কুলের বই পড়ে, অন্যদের সাথে গেইম খেলে আর ডায়েরি লেখে।



1 Almost every day Anne writes about her thoughts, feelings and experiences. This diary is already full after a few months. She continues to write in notebooks which she is given by Bep.

“All are marched to their death”

Anne Frank

“It's impossible to escape their clutches unless you go into hiding. No one is spared. The sick, the elderly, children, babies and pregnant women – all are marched to their death.”

The inhabitants receive news from the outside world that Jews are being hunted down. They feel anxious and powerless. On the radio they hear about gassings. Anne sometimes finds the pressure unbearable. She is often rebellious and rude to the others, and frequently gloomy and depressed. There are many things which she feels she cannot talk about properly with the others. Her diary is her best friend.



2 The deportation of Amsterdam Jews, summer 1943. Anne gets to hear that friends and classmates have been arrested. At first the helpers still pass on news of what is happening in the outside world to the Secret Annex inhabitants, but later they stop.

১৯৪৩ এর গ্রীষ্মে আমস্টারডামের ইহুদিদের নির্দাসন। আনা অন্যতম পারে যে তার বন্ধু ও সহপাঠীদেরকে হেফতারা করা হয়েছে। প্রথমদিকে সাহায্যকারীরা বাইরের দুনিয়ার খবর সন্ধান করতেন কিন্তু পরবর্তীতে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়।



3 The helpers try to keep up the spirits of the inhabitants. They bring them food, books, newspapers and magazines. Anne especially likes the magazine 'Cinema and Theatre'.

সাহায্যকারীরা সিক্রেট অ্যান্ডের বসবাসকারীদেরকে চাড়া রাখার চেষ্টা করতেন। তারা খাদ্য, বই, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন নিয়ে আসতেন। বিশেষ করে 'সিনেমা এন্ড থিয়েটার' ম্যাগাজিনটা আনার খুব ভালো লাগে।



4 Otto, Edith and Margot's room. Anne usually spends her days in this room, because the small room is occupied by Fritz Pfeffer.

অটো, এডিথ ও মার্গার্টের ঘর। আনা সাধারণত এই ঘরেই সময় কাটায় কারণ তার ছোট ঘরটা ফ্রিটজ ফেফারই দখল করে রাখেন।

প্রায় প্রতিদৈনিক দিনই আনা তার চিন্তা, অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা লিখে রাখে। মাত্র কয়েক মাসেই ডায়েরিটা প্রায় ভরে গেছে। বেপ এর দেয়া নোট বুক সে দেখা চালিয়ে যেতে থাকে।

“... সকলকেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়”

আনা ফ্রাংক

“আত্মগোপন করতে না পারলে ওদের হাত থেকে বাচা অসম্ভব। ওরা কাউকেই ছাড়ে না। অসুস্থ, বৃদ্ধ, শিশু, গর্ভবতী নারী- সকলকেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।”

সিক্রেট অ্যান্ডের বসবাসকারীরা বাইরে থেকে খবর পান ইহুদিদের কে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রেডিওতে গ্যাস চেম্বারে হত্যার খবর শোনেন। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েন। আনার কাছে মাঝে মাঝে এই চাপ অসহ্য মনে হয়। সে প্রায়ই অন্যদের সাথে অসংযত ও রুচ আচরণ করে এবং প্রায়ই বিষন্ন ও মনমরা হয়ে থাকে। তার মনে হয় অনেক কিছুই সে অন্যদের কাছে চিকিৎসক প্রকাশ করতে পারছেন। তার ডায়েরিটা তার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।



Anne begins to re-write her diary on loose sheets of paper.

আনা ছোট গল্পও লেখে এবং কখনও কখনও অন্যদেরকে পড়ে শোনায়।

“...will I ever become a journalist or a writer?”

Anne Frank

“...will I ever become a journalist or a writer?

I hope so, oh, I hope so very much, because writing allows me to record everything, all my thoughts, ideals and fantasies.”

Anne has discovered a talent and a love for writing. On 28 March 1944 she hears in a radio broadcast from London that the Dutch government will be making a collection of people's diaries after the war. She decides to re-write her diary in the hope that it will later be published as a book. She has even thought of a title: 'The Secret Annex'.

Hopes of liberation are raised in the by the news that the Allies have landed in Normandy and are advancing.



Anne also writes short stories, and sometimes reads them to the others.

আনা আনপা কাগজে নিজের ডায়েরি পুনর্লিখন করতে শুরু করে।

“... আমি কি কখনও সাংবাদিক বা লেখক হবো?”

আনা ফ্রাংক

“... আমি কি কখনও সাংবাদিক বা লেখক

হবো? আমি চাই, ওহ, আমি খুব করে চাই, কারণ লেখালেখির মাধ্যমে আমার সব চিন্তা, আদর্শ আর কল্পনা- সবকিছু ধরে রাখা যায়।”

আনা লেখালেখিতে নিজের প্রতিভা ও এর প্রতি ভালোবাসা অনুধাবন করল। ২৮ মার্চ ১৯৪৪ এ সে লন্ডনের এক রেডিও সম্প্রচার থেকে জানতে পারল যে ওলন্দাজ সরকার যুদ্ধের পর মানুষের ডায়েরি সংগ্রহ করবে। পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হবে এই আশায় আনা তার ডায়েরি পুনর্লিখন করার সিদ্ধান্ত নিল। সে একটা শিরোনামও ঠিক করে ফেলল: “সিক্রেট অ্যানেক্স”। মিত্র বাহিনী নরম্যান্ডিতে অবতরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এরকম একটি খবর শুনে সিক্রেট অ্যানেক্সে মুক্তির আশা জেগে উঠলো।



Anne feels she is falling in love with Peter van Pels.

আনার মনে হয় সে পিটার ভ্যান পেলস এর হেমে পড়ে যাচ্ছে।



Anne and Peter spend hours together in Peter's room.

আনা এবং পিটার একসাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিটারের ঘরে কাটায় দেয়।



1 Anne often spends time alone in the attic, struggling to come to terms with her own feelings and events in the world around her.

অহুধ, ঢ়লবক্টহ সন্ট সধফযব ল্ট শড়ফক্টং ব শধফডুহ ব াগসব হন্ট ঙ্গাধহ, ফঁশব' ঢুটংঢ়লববর্শং ল্ট নধফযধডধয়ডুফব' সব হফলবহলধা াবলাধশব ফফব হফডুফফল্ট হন্ট নডুল্টহ ঙ্ংবায় ঙ্গল.

“I hear the approaching thunder...”

Anne Frank

“It’s difficult in times like these: ideals, dreams and cherished hopes rise within us, only to be crushed by grim reality. It’s a wonder I haven’t abandoned all my ideals, they seem so absurd and impractical. Yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. It’s utterly impossible for me to build my life on a foundation of chaos, suffering and death. I see the world being slowly transformed into a wilderness, I hear the approaching thunder that, one day, will destroy us too, I feel the suffering of millions. And yet, when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for the better, that this cruelty too will end, that peace and tranquility will return once more. In the meantime, I must hold on to my ideals. Perhaps the day will come when I’ll be able to realise them!”

On 1 August 1944 Anne writes the final entry in her diary. Three days later, on 4 August 1944, the moment that everyone in the has been dreading arrives.

“আমি এগিয়ে আসা বজ্রের আওয়াজ শুনতে পাই...”

আনা ফ্রাংক

“এরকম একটা সময় পার করা ভীষণ কঠিন: মনের মধ্যে স্বপ্ন, আদর্শ ও অভিলিষ্ট আশাগুলো জেগে উঠে, আবার নিষ্ঠুর বাস্তবতায় নিষ্পেষিত হয়। অবাক লাগে যে এখনও আমি আমার সমস্ত আদর্শগুলো ত্যাগ করিনি। এগুলো এখন খুব অবাস্তব ও অন্তর্গত মনে হলেও এখনও আমি এগুলো আকড়ে ধরে আছি কারণ এতকিছুর পরেও আমি বিশ্বাস করি অন্তর্গতভাবে মানুষ আসলে ভালো। বিশৃঙ্খলা, যন্ত্রণা আর মৃত্যুর ভিত্তির উপর দাড়িয়ে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমি দেখছি পৃথিবীটা ধীরে ধীরে অবসবাসযোগ্য হয়ে উঠছে, আমি এগিয়ে আসা বজ্রের আওয়াজ শুনতে পাই যা একদিন আমাদের সবাইকে ধংস করে দেবে, আমি কোটি মানুষের যন্ত্রণা অনুভব করি। তবুও, যখন আকাশের দিকে তাকাই, আমার মনে হয় সবকিছু পাল্টে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে, এই নিষ্ঠুরতারও অবসান হবে, একবারের জন্য হলেও শান্তি ফিরে আসবে। মাঝখানের সময়টুকুতে নিজের আদর্শ ধরে রাখতে হবে আমাকে। এমন দিন হয়তো আসবে যখন আমি এগুলোর বাস্তবায়ন করতে পারব!”

নিজের অনুভূতি আর চারপাশের ঘটনাগুলোর সাথে বোঝাপড়া সারতে আনা অনেকসময় চিলেকোঠায় একলা সময় কাটায়।

The betrayal

On Friday 4 August 1944, a car pulls up in front of the building on the Prinsengracht. A group of armed men step out and enter the warehouse. Someone has called the police to say there are Jews here.

Karl Josef Silberbauer, an Austrian Nazi, is in command. The others are Dutch police officers. The inhabitants are taken completely by surprise. They are given just enough time to pack their bags. Silberbauer grabs a briefcase and shakes out the contents so he can use it to take away money and jewellery. Anne's diary papers fall out onto the floor. Then Anne and the others are taken away to the local prison.

A few hours later Miep Gies and Bep Voskuijl return to the Secret Annex, where they find Anne's diaries. They take them away with them, and Miep locks them in her desk drawer.



1
Karl Josef Silberbauer, the SS officer who led the arrest. Nineteen years later, in 1963, he is tracked down in Vienna, where he is working as a police officer. He is suspended, but later reinstated after making a statement that he does not know who the informant was. To this day it remains unclear who betrayed the inhabitants.

শ্বেফতারে নেতৃত্ব দানকারী এসএস অফিসার কার্ল জোসেফ জিলবারবাউয়া। উনিশ বছর ১৯৬৩ সালে তাকে ভিয়েনায় খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ করছিলেন। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তিনি তথ্যদাতার পরিচয় জানেনা এই মর্মে বক্তব্য দেয়ার পর তাকে পুনর্বহাল করা হয়। আজ পর্যন্ত জানা যায়নি সেদিন সিক্রেট অ্যানেন্সে বসবাসকারীদের সাথে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো।

বিশ্বাসঘাতকতা

শুক্রবার, ৪ আগস্ট ১৯৪৪। প্রিন্সেনগ্রাখটের ভবনটির সামনে একটি গাড়ি এসে থামে। একদল সশস্ত্র ব্যক্তি গাড়ি থেকে নামে ওয়ারহাউজে প্রবেশ করে। কেউ একজন পুলিশকে ফোন করে জানিয়েছে যে এখানে ইহুদীরা থাকে। এদের নেতৃত্বে রয়েছে কার্ল জোসেফ জিলবারবাউয়া নামক এক অস্ট্রীয় নাৎসি। বাকিরা ওলন্দাজ পুলিশ অফিসার। সিক্রেট অ্যানেন্সে বসবাসকারিরা পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তাদেরকে শুধু ব্যাগ গুছিয়ে নেয়ার সময়টুকু দেয়া হয়। জিলবারবাউয়ার একটি ব্রিফকেস নিয়ে ভেতরের জিনিসপত্র ঝেড়ে ফেলে দেন যেন অর্থ ও গয়না ভরতে পারেন। আনার ডায়েরির কাগজগুলো মেঝেতে পড়ে রইল। আনা সহ বাকি সবাইকে স্থানীয় জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক ঘন্টা পর মিয়েপ গিজ ও বেপ ভসকুজি সিক্রেট অ্যানেন্সে ফিরে আনার ডায়েরির কাগজগুলো খুঁজে পায়। তারা এগুলো নিজেদের সাথে নিয়ে যান এবং মিয়েপ এগুলো তার ডেকের ডয়ারে তালাবদ্ধ করে রাখেন।



2
Anne and the others are first brought to Gestapo headquarters. Four days later they are taken by train to the transit camp at Westerbork in the Dutch province of Drenthe.

আনা সহ সবাইকে প্রথমে গেসটাপো হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়। চারদিন পর তাদেরকে ট্রেনে করে ওলন্দাজ প্রদেশ ড্রেহ্টার ওয়েস্টারবোর্ক আনাজিট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।



1 Nearly all of the Jews captured in the Netherlands are first taken to the Westerbork transit camp.

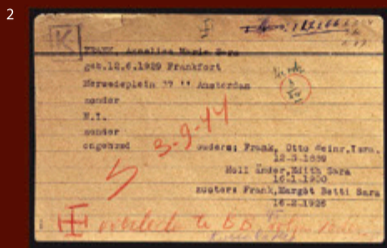
“...we knew what was happening”

Otto Frank

“We were together again, and had been given a little food for the journey. In our hearts, of course, we were already anticipating the possibility that we might not remain in Westerbork to the end. We knew about deportation to Poland, after all. And we also knew what was happening in Auschwitz, Treblinka and Maidanek. But then, were not the Russians already deep in Poland? The war was so far advanced that we could begin to place a little hope in luck. As we rode toward Westerbork we were hoping that our luck would hold.”

Thousands of people are being held in Westerbork. The inhabitants are put in special punishment blocks, because they had not voluntarily reported for deportation. They receive especially harsh treatment from their guards, and are forced to carry out hard labour. Trains crammed with Jewish people leave regularly for the East. After four weeks, Anne and the others from the are also taken away, on the last train to leave Westerbork for Auschwitz.

5 The deportees are locked into goods trains, with around 70 people crammed into each wagon. The journey lasts for three days, with no space to lie down, next to no food or drink, and just a single bucket for a toilet.



2 Anne Frank's record card from Westerbork.

ওয়েস্টারবোর্ক্‌র আনার রেকর্ড কার্ড।



3 The train leaves on 3 September 1944, with 1019 people on board. The lists of deportees still exist today. Anne's name, and those of the others from the Secret Annex, are on these pages.

১০১৯ জন মানুষ নিয়ে ট্রেনটি ১৯৪৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ছেড়ে যায়। নির্বাসিতদের তালিকাটা আজও টিকে আছে। আনা এবং সিক্রেট অ্যানেক্স থেকে আসা বাকিদের নাম এই পৃষ্ঠাগুলোতে রয়েছে।



4 A transport departs from Westerbork.

ওয়েস্টারবোর্ক্‌র ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রেন

নোদারল্যান্ডস থেকে ধরে আনা প্রায় সব ইহুদিদেরকে প্রথমে ওয়েস্টারবোর্ক ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়।

“... আমরা জানতাম কি ঘটছে”

অট্টো ফ্রাংক

“আমরা সবাই আবার একসাথে। যাত্রার জন্য আমাদেরকে সামান্য কিছু খাবার দেয়া হলো। অবশ্য মনে মনে আমরা জানতাম, শেষপর্যন্ত আমরা হয়তো ওয়েস্টারবোর্ক্‌র থাকবো না। পোল্যান্ডে নির্বাসনের খবর তো আমাদের অজানা ছিল না। আশউইস, ট্রেবলিংকা ও মেইডেনেকে কি ঘটছিলো সেটাও তো আমাদের জানা। কিন্তু তারপরেও, ক্লেশরা কি পোল্যান্ডের অনেক ভেতর পর্যন্ত চলে আসেনি? যুদ্ধ এতদূর এগিয়ে গেছে যে আমরা ভাগ্যের উপর কিছুটা আশা তো করতেই পারি। ওয়েস্টারবোর্ক্‌র পথে যেতে যেতে আমরা আশা করছিলাম ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকবে।”

ওয়েস্টারবোর্ক্‌র হাজার হাজার মানুষকে এনে রাখা হয়েছে সিক্রেট অ্যানেক্সে বসবাসকারীদের সাজাদানের জন্য নির্মিত বিশেষ বকে রাখা হয়েছে। কারণ তারা স্বেচ্ছায় নির্বাসনের জন্য হাজিরা দেননি। বিশেষত গান্ড্রা তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে এবং তাদেরকে কঠোর শ্রমে বাধ্য করা হয়। ইহুদি লোকজনে ঠাসা ট্রেনগুলো নিয়মিত পূর্ব দিকে যাত্রা করে। চার সপ্তাহ পর, আনা সহ সিক্রেট অ্যানেক্স থেকে আসা সবাইকেও ওয়েস্টারবোর্ক্‌র থেকে আশউইসের শেষ ট্রেনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

নির্বাসিতদের মাথাগাড়িতে তালি রাখা হয়, একেক বর্গিতে প্রায় ৭০ জনকে চুপে চুকানো হয়। তিনদিনের যাত্রা, শোয়ার কোন জায়গা নেই, খাবার ও পানীয় নেই বলেই চলে এবং মলত্যাগের জন্য কেবল একটি বাতিল।





1 Men and women are separated immediately on their arrival at Auschwitz. After that the Nazis select those who are to be gassed and cremated directly. The rest must carry out gruelling forced labour.

“I can no longer talk about...”

(Otto Frank

“I can no longer talk about how I felt when my family, arrived on the train platform in Auschwitz and we were forcibly separated from each other.”

On the night of 6 September the train arrives at Auschwitz. The prisoners have to leave their belongings behind in the train. On the platform, the men and women are separated. This is the last time that Otto will ever see Edith, Margot and Anne. Auschwitz is one of the extermination camps which have been specially constructed for the purpose of killing human beings. The old, the sick and children under 15 are gassed immediately on arrival, a fate which befalls more than half the people on Anne's train. The rest, the inhabitants among them, survive this selection and are taken to a labour camp. With the Russian army advancing, the Nazis are beginning to evacuate Auschwitz. After two months Anne and Margot are moved to the Bergen-Belsen concentration camp.



2 Hungarian Jews, selected for the gas chambers, on the platform at Auschwitz.

আশউইসের প্রাচীরে গ্যাস চেম্বারের জন্য বাছাই করা হাঙ্গেরীয় ইহুদি।

“... সে সম্পর্কে আমার পক্ষে আর কোন কথা বলা সম্ভব নয়”

(অট্টো ফ্রাংক

“আমার পরিবার আশউইসের ট্রেন প্রাচীরে পৌঁছানোর পর এবং আমাদেরকে জোর করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দেয়ার পর আমার যে কেমন লাগছিল সে সম্পর্কে আমার পক্ষে আর কোন কথা বলা সম্ভব নয়”

৬ সেপ্টেম্বর রাতে ট্রেন আশউইসে এ পৌঁছায়। মালপত্র রেখেই বন্দীদেরকে ট্রেন থেকে নেমে আসতে হয়। প্রাচীরে পুরুষ ও নারীদেরকে পৃথক করা হয়। এসময়ই অট্টো শেষবারের মতো এডিথ, মার্গট আর আনাকে দেখেন। মানুষ হত্যার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত মৃত্যু শিবিরের মধ্যে আশউইস অন্যতম। বৃদ্ধ, অসুস্থ ও ১৫ বছরের চেয়ে ছোট শিশুদেরকে আসার সাথে সাথেই গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আনার ট্রেনের প্রায় অর্ধেককেই এই ভাগ্য বরণ করতে হয়। এই বাছাই প্রক্রিয়া থেকে বেচে যাওয়া বাদবাকীদেরকে একটি বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের মধ্যে সিক্রেট অ্যান্ডারগ্রে বসবাসকারিরাও ছিলেন। এদিকে রুশ সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসতে থাকায় নাৎসিরা আশউইস খালি করতে শুরু করে। দুই মাস পরে আনা ও মার্গটকে বেরগেন-বেলসেন বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়।



3 Poison gas cylinders (Zyklon-B) that are used in the gas chambers.

গ্যাস চেম্বারে ব্যবহৃত বিষাক্ত গ্যাস সিলিন্ডার (Zyklon-B)

আসার পরপরই খুন হওয়া থেকে বেচে যাওয়া বন্দীদের বাহতে সংখ্যার ট্যাঙ্ক একে দেয়া হয়। তাদের মাথা মুড়িয়ে শিবিরের পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়।





1 Starvation, cold and disease claim thousands of lives in the overcrowded Bergen-Belsen concentration camp.

খিঞ্জ বেরগেন-বেলসেন বন্দী শিবিরে অনাহার, শীত ও রোগাক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মারা যায়।

“It wasn’t the same Anne.”

Hannah Goslar

“It wasn’t the same Anne. She was a broken girl... it was so terrible. She immediately began to cry, and she told me: ‘I don’t have any parents anymore.’ I always think, if Anne had known that her father was still alive, she might have had more strength to survive.”

In Bergen-Belsen Anne meets her schoolfriend Hannah Goslar, who is being held in another part of the camp. Then they become separated by a fence of barbed wire and straw and can no longer see each other. Anne tells Hannah that she and Margot are starving and have no warm clothes. Hannah manages to throw a package with some clothes and a little food over the fence. But Margot and Anna have no strength left. They both contract typhus, and in March 1945, within a few days of each other, they die.

On 15 April 1945 Bergen-Belsen is liberated by the British army.



2 After Westerbork and Auschwitz, Anne and Margot reach their final destination: Bergen-Belsen.

ওয়েস্টারবোর্ক ও আউস্‌ভিৎসের পর আনা ও মার্গি তাদের শেষ গন্তব্য- বেরগেন-বেলসেন এ পৌঁছে।



3 The British soldiers who liberate the camp are deeply shaken by what they find. There are corpses lying everywhere. They force the former camp guards to bury the bodies.

শিবিরটিকে মুক্ত করা ব্রিটিশ সেনারা ভেতরের দৃশ্য দেখে বড়খরসের ঝাঁকি খান। সর্বত্র মৃতদের ছড়িয়ে আছে। তারা শিবিরের গার্ডদের এসব মৃতদের কবর দিতে বাধ্য করেন।

“আগের সেই আনা আর নেই।”

হানা হোসলার

“আগের সেই আনা আর নেই। সে এখন এক ভেঙে পড়া মেয়ে.. কি ভয়ংকর ব্যাপার। সে সাথে সাথে কাঁদতে শুরু করে দিল আর আমাকে বলল: ‘আমার আর কোন পিতামাতা নেই’। আমার সব সময়ই মনে হয়, আনা যদি জানতো তার পিতা বেচে রয়েছেন, তাহলে হয়তো টিকে থাকার জন্য আরো বেশি শক্তি পেত..”

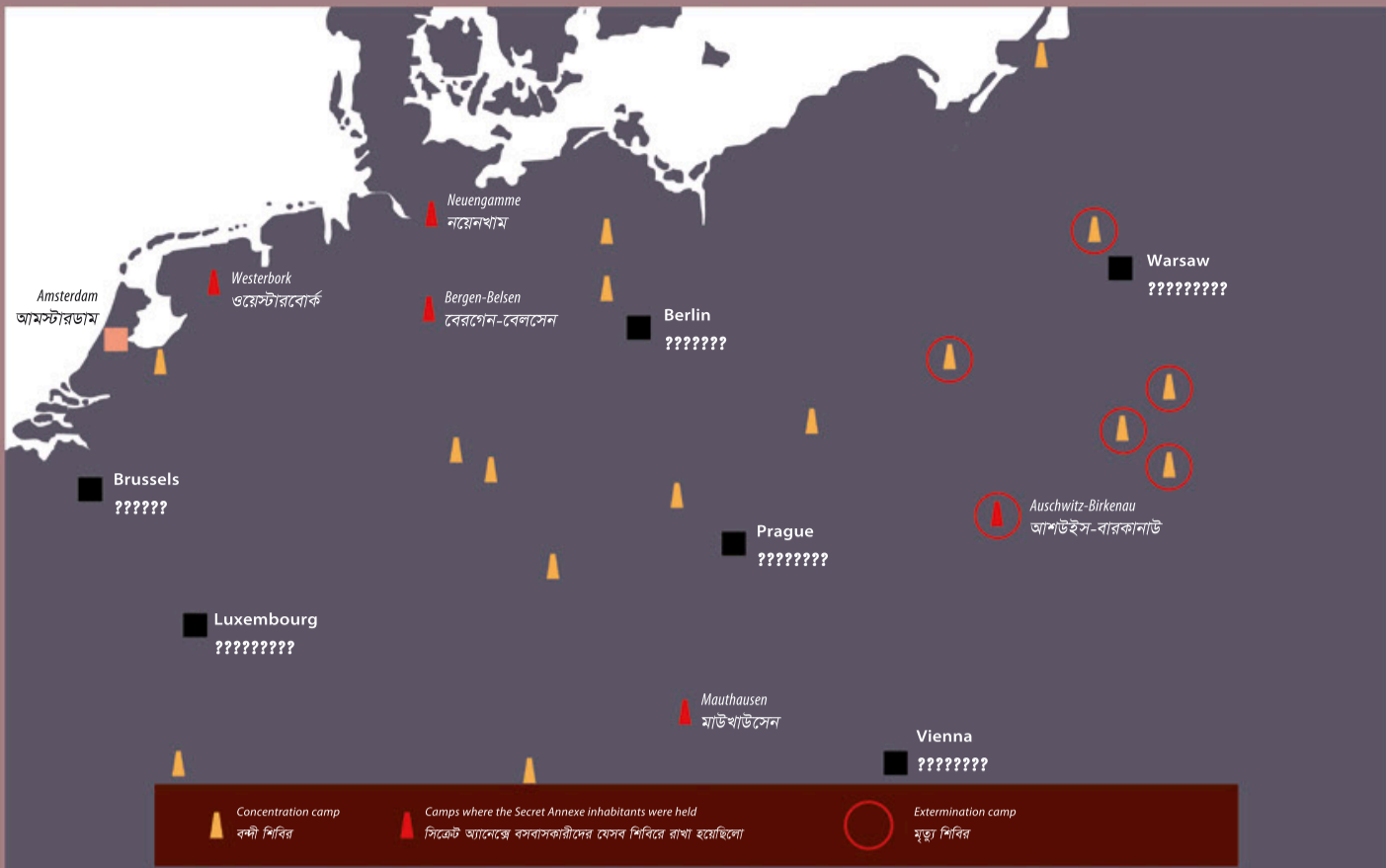
বেরগেন-বেলসেন আনার সাথে স্কুলের বন্ধু হানা হোসলারের দেখা হয়। হানাকে রাখা হয় শিবিরের আরেক পাশে। তাদের দুজনের মাঝখানে কাঁটতার আর খড়ের বেড়া, তারা পরস্পরকে আর দেখতে পায় না। আনা হানাহকে জানায় যে, সে ও মার্গি অনাহারে আছে এবং তাদের শীতের কোন পোশাক নেই। হানা হোসলার উপর দিয়ে কিছু কাপড় আর খাবারের প্যাকেট ছুড়ে দেয়। কিন্তু মার্গি আর আনার আর কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। তারা উভয়েই টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত। ১৯৪৫ সালের মার্চে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে তারা দুজনেই মারা যায়।

১৯৪৫ সালের ১৫ এপ্রিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বেরগেন-বেলসেনকে মুক্ত করে।

4 A women’s barracks shortly after the liberation of Bergen-Belsen.

বেরগেন-বেলসেন মুক্ত হওয়ার পরপর নারীদের একটি ব্যারাকের দৃশ্য





A map showing some of the main concentration and extermination camps.

“My entire hope...”

Otto Frank

“My entire hope lies with the children. I cling to the conviction that they are alive and that we’ll be together again. Only the children, only the children count.”

Otto Frank writes this in near-despair to his mother in Basle after the liberation. Otto has survived Auschwitz by sheer chance. He is one of the few who are found alive by the Russian soldiers. Once he has regained a little strength he begins the journey back to Amsterdam. The journey takes four months, because war is still raging in most parts of Europe, and during this time he hears that his wife Edith is dead. However, he knows nothing of his children’s fate, and he clings to the hope that they are still alive.

2

Otto Frank is the only person from the people in hiding to survive. He is liberated from Auschwitz by the Russian army on 27 January 1945.



নিকটই অ্যান্নেজ থেকে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র অট্টো ফ্রাংকই বেচে ছিলেন। ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৫ এ রুশ বাহিনী তাকে আশউইস থেকে মুক্ত করে।

Edith Frank dies of exhaustion in Auschwitz on 6 January 1945.



এডিথ ফ্রাংক ১৯৪৫ সালের ৬ জানুয়ারি নিরুশ্মিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

Margot Frank dies of typhus in Bergen-Belsen at the end of March 1945.



মার্গিট ফ্রাংক ১৯৪৫ সালের মার্চের শেষের দিকে বেরগেন-বেলসেনে টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

Anne Frank dies of typhus in Bergen-Belsen a few days after Margot.



বেরগেন-বেলসেনে মার্গিটের মৃত্যু অল্প কয়েকদিন পরেই টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে আনা ফ্রাংকের মৃত্যু হয়।

Hermann van Pels is gassed shortly after his arrival in Auschwitz in October or November 1944.



১৯৪৪ সালের নভেম্বর বা অক্টোবরে আশউইসে আশার কিছুক্ষণের মধ্যেই হের্মান বন পেলসকে গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

Auguste van Pels dies in April or May 1945 on the way to Theresienstadt concentration camp.



তারেসাইনস্টাট বন্দী শিবিরে নেয়ার পথে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল কিংবা মে মাসের দিকে অগাষ্ট ভ্যান পেলস মারা যান।

Peter van Pels dies on 5 May 1945 in Mauthausen concentration camp.



পিটার ভ্যান পেলসের মৃত্যু হয় মাইখাউসেন বন্দী শিবিরে ৫ মে ১৯৪৫ এ।

Fritz Pfeffer dies on 20 December 1944 in Neuengamme concentration camp.



ফ্রিটজ ফেফার মারা যান ১৯৪৪ এর ২০ ডিসেম্বর নয়েনখাম বন্দী শিবিরে।

এই মানচিত্রে বন্দিশিবির ও মৃত্যুশিবিরগুলোর অবস্থান দেখা যাচ্ছে।

“আমার সব আশা..”

অট্টো ফ্রাংক

“আমার সব আশা আমার সন্তানদের নিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা বেচে আছে এবং আমরা আবার একসাথে হবো। কেবল সন্তান, আমার কাছে কেবল সন্তানই গুরুত্বপূর্ণ।”

মুক্ত হওয়ার পর অট্টো ফ্রাংক প্রায় হতাশ দশায় তার মায়ের কাছে এই কথাগুলো লিখেন। অট্টো আশউইস থেকে ব্রহ্ম দৈবক্রমে বেচে যান। রুশ সৈন্যরা যে অল্প কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় পেয়েছিলো, তিনি তাদেরই একজন। কিছুটা শক্তি ফিরে পাওয়ার পর তিনি আমস্টারডামে ফেরার পথে যাত্রা শুরু করেন। এই যাত্রা শেষ করতে তার চার মাস সময় লাগে কারণ ইউরোপের বেশির ভাগ অংশে তখনও যুদ্ধ চলছিলো আর তার স্ত্রী এডিথের মৃত্যু সংবাদ তিনি এই সময়েই পান। অবশ্য সন্তানদের পরিণতি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না এবং তারা তখনও বেচে আছে এরকম একটা আশা আকড়ে ধরে ছিলেন তিনি।



1 Otto Frank shows the concentration camp number tattooed on his arm.

বাহতে ছাপ মারা বন্দীশিবিরের নম্বার দেখাচ্ছেন অট্টো ফ্রাংক।

“...deaths of my children.”

Otto Frank

“Small groups kept returning from the different concentration camps, and over and over again I tried to find out about Margot and Anne.” “I found two sisters who had been with Margot and Anne in Bergen-Belsen, and they told me about the final sufferings and deaths of my children.”

Otto is a broken man. Miep Gies, who has kept Anne's diary safe all this time, now gives it to Otto with the words: “This is your daughter's legacy.”



At first Otto is so overcome by grief that he cannot bring himself to read the diary. But later, when he does begin to read it, he cannot stop. “A completely different Anne from the daughter I had lost appeared. Such deep thoughts and feelings... I had no idea...”

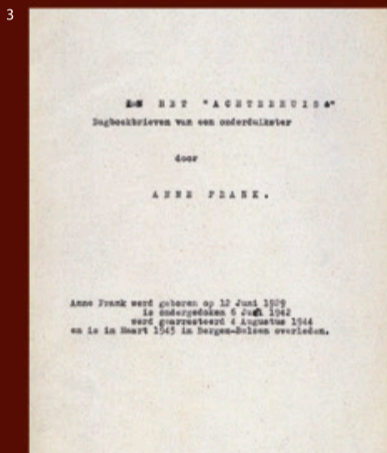
প্রথমে অট্টো এতটাই শোকাক্লেষ্ট হয়ে পড়েন যে তিনি ডায়েরিটা পড়তে পারেননি। পরবর্তী পড়তে শুরু করে আর থামতে পারেন নি। “আমার হারানো কন্যার থেকে পুরোপুরি ভিন্ন এক আনা। কি গভীর তার চিন্তা ও অনুভূতি... আমার কোন ধারণাই ছিল না।”

“... আমার সন্তানদের মৃত্যু”

অট্টো ফ্রাংক

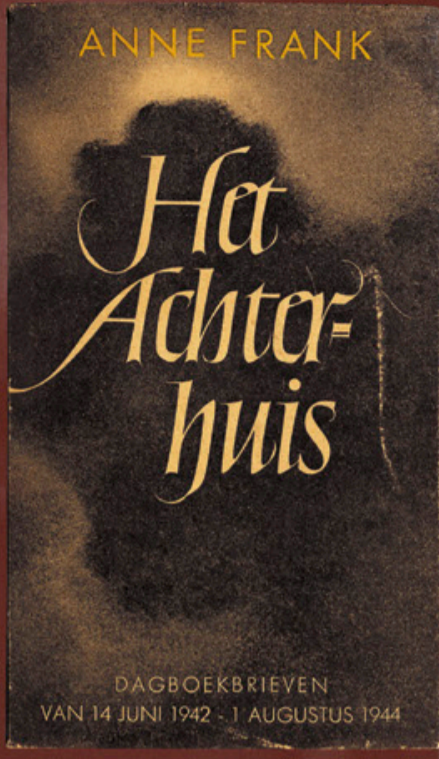
“বিভিন্ন বন্দী শিবির থেকে ছোট ছোট দল ফিরে আসতে লাগলো আর আমি বার বার মারগট ও আনার খোজ করতে থাকলাম। আনা ও মার্গটের সাথে বেরগেন-বেলসেনে থাকা দুই বোনের খোজ পেলাম। তাদের কাছ থেকেই আমার সন্তানদের চূড়ান্ত যন্ত্রণা ও মৃত্যুর খবর জানতে পারলাম।”

অট্টো একেবারে ভেঙে পড়েন। মiep গিস এতদিন আনার ডায়েরিটা নিরাপদে রেখেছেন, এবার তিনি তা অট্টোকে দিয়ে বললেন: “এটা তোমার মেয়ের উত্তরাধিকার।”



He types out part of the diary and lets his family and a few friends read it. They say that he must have it published.

তিনি ডায়েরির একটা অংশ টাইপ করিয়ে তার পরিবারের সদস্য ও কয়েকজন বন্ধুকে পড়তে দিলেন। তারা বললেন তিনি যেন অবশ্যই এই ডায়েরিটা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।



“...and later on, a famous writer”

Anne Frank

“...my greatest wish is to be a journalist, and later on, a famous writer. In any case, after the war I'd like to publish a book called *The Secret Annexe*.”

Two years after the war, in June 1947, Anne Frank's diary is published under the title she had thought of herself: *The Secret Annexe*.

The first edition sells out quickly and is soon reprinted. Publishers from other countries also begin to show an interest in the diary.

In 1955 the diary is adapted into a stage play, which is a phenomenal success. The film version which is later made is also seen in packed houses around the world.

The diary is translated into over 60 languages, some 30 million copies are sold, and schools and streets are named in honour of Anne Frank.

Millions of people read the diary, and many of them want to see with their own eyes the place where Anne wrote it.

যুদ্ধের দুই বছর পর, ১৯৪৭ সালের জুনে, আনা ফ্রাংকের ডায়েরিটি তার নিজের ঠিক করা 'দ্যা সিক্রেট অ্যানেক্স' নামেই প্রকাশিত হনো।

প্রথম সংস্করণটি দ্রুত শেষ হয়ে গেল এবং শীঘ্রই পুনর্মুদ্রিত হলো। অন্যান্য দেশের প্রকাশকরাও ডায়েরিটির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করলেন।

১৯৫৫ সালে ডায়েরিটি অবলম্বনে একটি মঞ্চ নাটক তৈরি হয়। নাটকটি দারুণ সফলতা লাভ করে। পরবর্তীতে এই ডায়েরি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটিও সারা দুনিয়ায় হৃদয়ভর্তি মানুষ দেখেছে।

ডায়েরিটি ৬০ টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ৩ কোটিরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে। আনার সম্মানে বিভিন্ন স্কুল ও রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ ডায়েরিটি পঠি করেছেন এবং তাদের অনেকেই আনার লেখার জায়গাটি নিজ চোখে দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন।

“... আর তারপর, এক বিখ্যাত লেখক”

আনা ফ্রাংক

“... আমার সবচেয়ে বড় চাওয়া হলো প্রথমে সাংবাদিক আর তারপর এক বিখ্যাত লেখক হওয়া। যাই ঘটুক, যুদ্ধের পর আমি দ্যা সিক্রেট অ্যানেক্স নামের একটি প্রকাশ করতে চাই।”

For many, Anne Frank has become a symbol of the Holocaust: the systematic murder of six million human beings.

"The diary demonstrates the immense tragedy of the holocaust, the waste of human lives and talent, and the price that was paid because free people did not act in time to suppress totalitarian movements."

Yehuda Lev

অনেকের কাছে আনা ফ্রাংক লক্ষ মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকারী হোলোকাস্টের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

"হোলোকাস্টের বিশাল ট্রাজেডি, মানুষের জীবন ও মেধার অপচয় আর কর্তৃত্ববাদী আন্দোলনকে টেকাতে শাখীন মানুষেরা সময় মতো সক্রিয় না হলে কি মূল্য দিতে হয় তা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই ডায়েরি।"

ইয়েহুদা লেভ

Otto Frank in 1960, just before the opening of the Anne Frank House. Otto wants to do more than just open the Secret Annexe to the public. He sets up an educational foundation which brings together young people from all over the world. Otto Frank dies in 1980, aged 91.

© Arnold Newman

অটো ফ্রাংক, ১৯৬০ সালে আনা ফ্রাংক হাউজ উদ্বোধনের ঠিক আগে। মানুষের কাছে সিক্রেট অ্যানেক্স প্রকাশ করা ছাড়াও অটো আরো অনেক কিছু করতে চান। তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেখানে সারা পৃথিবী থেকে তরুণরা একত্রিত হয়। অটো ফ্রাংক ১৯৮০ সালে ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

© আমোন্ড নিউম্যান



The Anne Frank House

The Anne Frank House is dedicated to honouring the memory of Anne Frank and raising awareness of the Nazi era and the Holocaust.

The story of Anne Frank, and the events surrounding her life and death, also have much to teach us today. The Anne Frank House aims to show how they call upon each one of us to counter prejudice and discrimination, preserve freedom, uphold human rights and work for an inclusive and democratic society. Through its activities, the Anne Frank House seeks to inspire people all over the world to actively commit themselves to these ideals.

Credits

COMPOSITION

Menno Metselaar (Anne Frank Stichting)
Ruud van der Rol

DESIGN AND PRODUCTION

Ars Longa Exhibitions, Amsterdam
Joséphine de Man (Anne Frank Stichting)

GRAPHIC DESIGN

Joost Luk, Gouda

TRANSLATION

Laurence Ranson
STAR Translation & Software (Thailand) Co., Ltd., Bangkok

CORRECTION

Mathias Kall

PRINTING

Expo Display Service, Apeldoorn

© Anne Frank Stichting, Amsterdam, 2003

© Anne Frank Fonds, Basle, for all texts by Anne Frank

All rights reserved. No part of this exhibition may be duplicated, stored in an electronic database, and/or published in any form or in any manner, be it electronic, by photocopying, recording, or by any other means, without the prior written permission of the Anne Frank House. For the use of one or more extracts from this exhibition in compilations, readers or other compiled works, please apply to the Anne Frank House.

আনা ফ্রাংক হাউজ

আনা ফ্রাংক হাউজ আনা ফ্রাংকের স্মৃতির সম্মান রক্ষা এবং নাৎসিমুগ ও হলোকাস্ট সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীর কাজে নিবেদিত।

আনা ফ্রাংকের গল্প এবং তার জীবন ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটা বিভিন্ন ঘটনা থেকে আজকের দিনেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আনা ফ্রাংক হাউজের লক্ষ হলো এই ঘটনাগুলো কিভাবে আমাদের প্রত্যেককে পূর্বসংস্কার ও বৈষম্য প্রতিরোধ, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষা, সকলের অংশগ্রহনমূলক এক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার আহবান জানায় - তা তুলে ধরা।

????????

????????

????????????????
????????????????

????????

????????????????
????????????????

????????

????????????????

????????

????????????????
????????????????

????????

????????????????

????????

????????????????

????????????????????????????????????

????????????

????????????????????????????????????
???????????????? ???? ????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????? ???? ?????????????????????
???????? ???? ????????????????????????????????? ???? ?????????
??
? ?????????????????????????????????????

Photo credits

????????????????????????????????

Ariodrome Luchtfotografie, Lelystad | Fotocollectie Anne Frank Stichting, Amsterdam | ANP-foto, Amsterdam | Archiv Ernst Klee, Frankfurt am Main | Archiv für Kunst und Geschichte Berlin | Bildarchiv Abraham Pisarek, Berlin | Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin | Allard Bovenberg, Amsterdam | Bundesarchiv, Koblenz | Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg | Galerie Bilderwelt, Reinhard Schultz, Berlin | Hollandse Hoogte, Amsterdam/Foto's: Marcel Malherbe, Ilya van Marle en Martin Roemers | Imperial War Museum, London | Informatiecentrum Nederlands Rode Kruis, collectie Oorlogsarchief, Den Haag | Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main | Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, Brussel | Landesbildstelle, Berlin | Maria Austria Instituut, Amsterdam | Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam | Arnold Newman, New York | Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden/Foto: Emmy Andriess | Privé-archief familie Westerweel, Zegveld | Eric van Rootelaar, Retranchement | Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem | United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC | Verzetsmuseum Amsterdam | Yad Vashem, Jerusalem

The photographs may only be reproduced with the copyright holder's prior consent.

Some photographs of unknown origin have been included in this exhibition. If you should recognise any of these photographs, please contact the Anne Frank House.

???????????????????????????????????? ???? ?????????????????
????????????????

???????????????????????????????????? ???? ?????????????????
???????????????? ???? ????????????????????????????? ????
????????????????????????????????